Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

অক্টোবর
বিপ্লব
শতবার্ষিকী
সংখ্যা

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

সপ্তম বর্ষ❖বিশেষ সংখ্যা❖নভেম্বর ২০১৭

★সম্পাদকীয় ঃ রুশ সর্বহারা সমাজবাদী অক্টোবর বিপ্লব
সামাজিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ

★কয়েকটি মার্ক্সীয় তত্ত্ব – জে বি এস হ্যালডেন

★ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি? – মার্তেন সিদোরভ

★Illustrated History of the USSR–*A brief outline* –Konstantin Tarnovsky

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	রুশ সর্বহারা সমাজবাদী অক্টোবর বিপ্লব – সামাজিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ	৩
বিশেষ নিবন্ধ ঃ	কয়েকটি মার্কসীয় তত্ত্ব – জে বি এস হ্যালডেন	৫
	ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি? – মার্তেন সিদোরভ	১৮
Brief History of the October Revolution ঃ (অক্টোবর বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ	**A citation from the book 'Illustrated History of the USSR by Konstantin Tarnovsky** ('ইলাসট্রেটেড হিস্ট্রি অফ দি ইউ এস এস আর' – কনস্টান্টাইন টারনোভ্স্কি)	**২৮**

সম্পাদকীয়

রুশ সর্বহারা সমাজবাদী অক্টোবর বিপ্লব সামাজিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ

১৯১৭'র রুশ সর্বহারা অক্টোবর বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এনে দিল সর্বময় রাজনৈতিক ক্ষমতা; যার জন্য রুশ শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই শুরু হয়েছিল, সমাজ বিকাশের বিজ্ঞান মার্কসবাদকে ভিত্তি করে ১৮৮০'র দশকে।

অক্টোবর বিপ্লব নতুন এক বিপ্লবী যুগের সূচনা করল, আর তার সঙ্গে ইতি টেনে দিল বুর্জোয়া বিপ্লবী যুগের ইতিহাসে। যে দেশগুলিতে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা হয়নি সে দেশগুলির সেই বিপ্লবও সর্বহারা সমাজবাদী বিশ্ব বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

রাশিয়াতেও বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাধিত ছিল। শুধু রাশিয়া নয় ইয়োরোপের জার্মানি সহ পুবের দেশগুলিতে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাধিত ছিল। কেননা, সাম্যবাদী রথের বিজয় নিশান এবং ফরাসি বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা, তদুপরি প্যারিশ কমিউন ভীত, সন্ত্রস্ত করে রেখেছে তাদের। এই শ্রেণী বুঝে গিয়েছিল যে সামন্তশ্রেণীকে উৎখাত করার যে কোনো পদক্ষেপ শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার বিপদ ডেকে আনবে। তাই বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল বনে গিয়ে অসমাপ্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের দেশগুলির, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি যার অন্তর্গত, সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে আপস করে চলেছিল। রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণীর অবস্থাও ছিল তাই। সেজন্যে, রাশিয়ার শ্রমিক পার্টির, বিশেষত তার মার্কসবাদী (বলশেভিক) অংশর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে সামন্ত রাজাকে বাধ্য করেছিল। শ্রমিক সোভিয়েতগুলির মধ্যে সামন্ত ও বুর্জোয়ার সহযোগী যথাক্রমে নারোদবাদী ও মেনশেভিকদের প্রাধান্য থাকায় এই সোভিয়েতগুলির উপর ভর করে বুর্জোয়াশ্রেণী অস্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লব এই সরকারকে উৎখাত করে শ্রমিকশ্রেণী ও তার প্রধান রণসঙ্গী শ্রমজীবী কৃষকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল।

রাজধানী পেত্রোগ্রাদে ক্ষমতা দখল করার বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল, তখন রাশিয়াতে প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ২৪শে অক্টোবর রাতে। নেতৃত্বে ছিল বিপ্লবী সামরিক কমিটি। বলশেভিক সৈনিক ও লালরক্ষীদের বিন্যাসটি ছিল সুপরিকল্পিত। ২৫শে অক্টোবর সকালের মধ্যে বুর্জোয়া সরকারের সদর দপ্তর এবং ব্যাঙ্ক সহ পুরো রাজধানী দখল করা হয়ে গিয়েছিল। সকাল ১০টায় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সামরিক কমিটির তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ বুর্জোয়া সরকারের পতন ঘটেছে, ক্ষমতা এসে গেছে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। এদিন রাতে অনুষ্ঠিত সারারুশ সোভিয়েতগুলি দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপ্লবী সামরিক কমিটি ক্ষমতা তুলে দিল সোভিয়েতের হাতে।

সামাজিক বিপ্লবের বিজ্ঞান শুধু সমর-বিজ্ঞান নয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গেও সম্পর্কিত। সামাজিক বিপ্লব তখনই সফল হয় যখন শোষিত-দমিত জনগণ পুরনো উপায়ে জীবন ধারণে ব্যর্থ হয়ে পরিবর্তনের দাবি করছে এবং শোষকশ্রেণীও পুরনো উপায়ে শোষণ-শাসন চালাতে পারছে না।

এই বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত মার্কসবাদীরা জনগণের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের জীবন ধারণের উপায়গুলি সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেন এবং তার ভিত্তিতে প্রচারান্দোলন চালিয়ে জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করেন, সংগঠিত করেন। অনুরূপভাবে, সরকারি মেশিনারীর মধ্যে ও শোষক-শাসকশ্রেণীর মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে রণনীতি ও রণনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করেন।

রুশ বিপ্লবে এই বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন মার্কসবাদী লেনিন।

রাশিয়া যখন বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক তখন লেনিন দেখলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব সম্পন্ন করতে অনিচ্ছুক, এই শ্রেণী ক্ষমতাসীন সামন্তশ্রেণী ও তার সরকারের প্রতি অনুগত থেকেই বুর্জোয়া সংস্কার আদায় করার মধ্যেই কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখছে তখন তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা করার জন্য প্রস্তুত করার কাজের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। কেননা বুর্জোয়া বিপ্লব সমাধা করা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট অংশ তখন সামন্ত রাজার অনুগত ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা (প্রার্থনাপত্র নিয়ে রাজদরবারে সমবেত শ্রমিকদের উপর পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণ) এক লহমায় তাদের রাজানুগত্য টুটে গেল। শুরু হয়ে গেল শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সৃষ্টি করল শ্রমিক সোভিয়েত। এইভাবেই শুরু হয়ে গেল বুর্জোয়া বিপ্লব।

এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ১৯১৪-১৮'র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব যুদ্ধের অনুকূল পরিস্থিতিতে ঐ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সম্পন্ন হল বুর্জোয়া বিপ্লব। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে ক্ষমতায় গেল বুর্জোয়াশ্রেণী, অন্যদিকে মূল ক্ষমতা থাকল সোভিয়েতগুলির হাতে। এখন শ্রমিকশ্রেণীর কাজটা দাঁড়াল বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সর্বময় ক্ষমতা নেওয়া।

এই কাজেও লেনিন প্রয়োগ করলেন বিপ্লবের বিজ্ঞান। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশকে এবং তার সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষকদের বিপুল অংশকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা। এই কাজটি মোটের উপর সমাধা না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতার জন্য বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কোনো পদক্ষেপ নাকচ করে দিয়েছিলেন তিনি। এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পরই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হল অভ্যুত্থান। সফল হল শ্রমিক বিপ্লব।

এখন কাজটা দাঁড়াল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সম্পন্ন করা। অথচ তখন সমাজতন্ত্রের জন্য রাশিয়ার অর্থনীতি পরিপক্ক ছিলনা, কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত ছিল না। এই অবস্থায় করণীয় কি? রাষ্ট্রের ক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণী। এই রাষ্ট্র কি পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটাবে? যে পুঁজিবাদের বিরোধী শ্রমিকশ্রেণী? এই প্রশ্নাবলীর উত্তরে লেনিন বললেন, সমাজতন্ত্রের জন্যই অসম্পূর্ণ পুঁজিবাদী কাজগুলি সম্পন্ন করা দরকার। এই পুঁজিবাদী বিকাশ হবে শ্রমিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। উৎপন্নর বিনিময় হবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থনীতির নাম দিলেন নয়া অর্থনীতি, যে অর্থনীতি পুঁজিবাদকে নির্মূল করে সমাজতন্ত্রর পথকে প্রশস্ত করবে।

অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়মটিকে নিয়ন্ত্রিত করে পরিচালিত করা হল সমাজতন্ত্রের দিশায়।

এই নতুন অর্থনীতির, এই নতুন নিয়মটির সফল প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী জনতা পেল সমাজতান্ত্রিক সমাজ। দুনিয়ার শ্রমিক, দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের সামনে হাজির হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত। জয়যুক্ত হল মার্কসবাদ। তার সঙ্গে যুক্ত হল লেনিনবাদ।

অক্টোবর বিপ্লব এই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পতাকাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

এই বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেই সমাজ বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক নিয়মে দুনিয়াব্যাপী গড়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

* * *

মার্কসবাদীদের, সমাজ-বিজ্ঞানীদের স্মরণে রাখতে হবে বিপ্লবের বিজ্ঞানকে। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন ঃ "সমস্ত বিপ্লব দ্বারা, এবং বিশেষত বিশ শতকে সংগঠিত তিনটি রুশ বিপ্লবের দ্বারা [১৯০৫, ১৯১২ এবং ১৯১৭'র] প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবের নিয়ম (Law) হচ্ছে ঃ পুরনো উপায়ে জীবনধারণ সম্ভব নয় তাই পরিবর্তন প্রয়োজন, শোষিত-দমিত জনগণের এই উপলব্ধিই যথেষ্ট নয়। শোষকশ্রেণীও পুরনো উপায়ে শাসন চালাতে ও বাঁচতে পারছে না। এমন অবস্থার বিদ্যমানতাও জরুরী। নিম্নশ্রেণীগুলিও পরিবর্তন চাইছে, আর উচ্চশ্রেণীগুলিও পুরনো উপায়ে চলতে পারছেনা, এমন অবস্থাতে বিপ্লব বিজয়ী হয়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের সংখ্যাধিক অংশকে বুঝতে হবে যে বিপ্লব জরুরি আর শাসকশ্রেণীগুলিও সরকারী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আর জনতার অত্যন্ত পশ্চাদপদ অংশকেও রাজনৈতিক আঙিনায় টেনে নিয়ে আসছে এমন অবস্থার উপস্থিতি জরুরি।" ■

"মানুষের চিন্তা বিষয়নিষ্ঠভাবে সত্য কি-না এটা তত্ত্বের কোনো প্রশ্ন নয়, এটা প্রয়োগের প্রশ্ন। প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতা, অর্থাৎ তার বাস্তবতা ও ক্ষমতা, 'এই জাগতিকতা' প্রমাণ করতে হবে। যে চিন্তার সঙ্গে প্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই সেই চিন্তা বাস্তব কি অবাস্তব তা নিয়ে যে বিবাদ তা স্কলাস্টিক মতবাদীদের প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

– কার্ল মার্কস

কয়েকটি মার্কসীয় তত্ত্ব

– জে বি এস হ্যালডেন

আমার শ্রোতাদের ও পাঠকদের কাছে দুটি ত্রুটি স্বীকার করবার আছে। এক, আমি প্রথমত দার্শনিক নই কিন্তু আমাকে যখন রাজনৈতিক দর্শনের ওপর বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হলো তখন আমি সর্বাপেক্ষা রাজনীতি-সম্পৃক্ত দর্শন অর্থাৎ মার্কসের দর্শন থেকে বেশি উপযোগী আর কোনো বিষয় নির্বাচন করতে পারি না। দ্বিতীয় ত্রুটি অনেক গুরুতর। মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু বলবার যোগ্যতা আমার কোনো দিক দিয়েই নেই। প্রায় এক বছর হলো মাত্র আমি মার্কসবাদী হয়েছি। প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় আমি এখনো অধ্যয়ন করিনি, যদিও মার্কসবাদী হওয়ার আগে তার মধ্যে অনেকাংশ আমি পড়েছি। এই বক্তৃতামালার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আমার শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি পরিস্ফুট করে তোলা নয়, আমার নিজের চিন্তা ভাবনাকেও স্পষ্ট করে তোলা। স্মরণ করা যেতে পারে, সক্রেটিস নিজেকে বলতেন অন্যদের অ-মূর্ত ধারণাগুলিকে এই জগতে ভূমিষ্ঠ করাবার ধাত্রী। আমার শ্রোতাদের ও পাঠকদের আমি আহ্বান করছি, আমার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করতে।

এখন, প্রথমেই আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব, কেন মার্কসবাদ গুরুত্বপূর্ণ? আমার মনে হয় আমি ধরে নিতে পারি যে আমার শ্রোতাদের অধিকাংশ এবং আমার পাঠকদের একটা বড় অংশ এর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। কেন তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাবে? একটা কারণ এই দর্শনের ব্যবহারিক উপযোগিতা বিরাট। কেউ যদি সিদ্ধান্ত করে যে এই দর্শন সম্পূর্ণ ভুল তাহলেও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দর্শনকে অবলম্বনকারীদের আচরণে একটা বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমার বিশ্বাস সাধারণ একজন তত্ত্বীয় দার্শনিকের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটালেও (অন্তত, ছুটির সময়) জানা যাবে না যে তিনি ভাববাদী না বাস্তববাদী, কিন্তু আমার মনে হয় না কোনো মার্কসবাদীর সঙ্গে একদিন মাত্র কাটালেও তাঁর মতবাদ কি তা অজানা থাকবে।

আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ আছে যা বহু পরিমাণে কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রথম, স্কলাস্টিক দর্শন, যার সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস। ঐ দর্শন কেবলমাত্র কয়েকজন ব্যক্তির বা সমগ্র সাধু-মোহান্ত সমাজের মতামতকে ব্যক্ত করে না, বিরাট মধ্যযুগীয় সভ্যতার আচার-আচরণের উৎস এটি। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কর্মধারা পরিচালনায় এই দর্শন এখনো সক্রিয়। আমরা এটা গ্রহণ করি বা না করি তবুও এটা পর্যালোচনা করার মতো বিষয়, কেন-না ক্যাথলিক চার্চ এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। ব্যবহারিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দর্শনগুলির দ্বিতীয়টিকে এক বা দুই শতাব্দী আগে বলা হতো প্রাকৃতিক দর্শন (ন্যাচারাল ফিলসফি), বর্তমানে বলা হয় বিজ্ঞান। কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কতকগুলি ক্ষেত্রে এটি নিশ্চয়ই বিশেষ সফল হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কম। নিঃসন্দেহে এটি জগতকে বদলে দিয়েছে।

মার্কসবাদ দাবি করে যে এতে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং এটা জগতের রূপান্তরের পূর্বাভাস দিতে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। এই মতবাদ মানবিক জগতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং যেহেতু বিজ্ঞান সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মানুষের চিন্তাধারার কয়েকটি বড় সাধারণ নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, সেইহেতু তা বিজ্ঞানের ওপর নতুন আলোকপাত করে। এতে আরও কতকগুলি নিয়মের কথা বলা হয় যেগুলি মানবিক কার্যাবলী ও প্রকৃতি – উভয়ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য। এখানে এই দাবিগুলি আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

সর্বোপরি, আমার বিশ্বাস এই বক্তৃতাগুলি দেওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কেন-না মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে কোনো-কোনো মহলে উল্লেখযোগ্য ভুল ধারণা আছে দেখা যায়। আমার মনে হয়, বেশ কিছু লোক মার্কসবাদ বলে কিছু আছে কি-না তা-ই জানেন না। সম্ভবত উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব ছাড়া মার্কসের রচনার তত্ত্বগত দিক সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন না। যদি তাঁরা শোনেন যে মার্কসবাদ হলো বস্তুবাদ, তাঁরা মনে করেন বস্তুবাদ হলো সেই তত্ত্ব যাতে বলা হয় মানুষ একটি যন্ত্র বা যাতে মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত মার্কসবাদকে বাকুনিন, সোরেল বা অন্যান্য বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের মতবাদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে না করবার বা এটা একটা ক্ষুদ্র (ক্র্যাঙ্কদের বা উৎকেন্দ্রিক লোক-গোষ্ঠীর) মতবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব হতো। ইংল্যান্ডে বিশেষ করে অবস্থাটা ঐরকমই ছিল, সেখানে পন্ডিত মহলের ও রাজনীতিক মহলের বড় অংশেই এটা উপেক্ষা করা হতো, কিন্তু মূল য়ুরোপ ভূখন্ডে এটা অন্তত সমালোচনার যোগ্য বলে মনে করা হতো। অবশ্য আপনাদের মনে থাকবার কথা মানুষ বা যন্ত্র উভয়

ক্ষেত্রে 'ক্র্যাঙ্ক' শব্দের সংজ্ঞা হলো 'একটি ছোট জিনিস যা আবর্তন (বিপ্লব) করে।' (ইংরেজী কথাটা হলো – 'A little thing that makes revolutions'. Revolution শব্দের অর্থ আবর্তন এবং বিপ্লব দুই-ই)। এখন মার্কসবাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব কেন-না মার্কসবাদ ছিল লেনিনের দর্শন। এ কথা অস্বীকার করা কঠিন যে লেনিন ছিলেন তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এ কথা স্বীকার করা মানে তাঁর মতবাদকে মেনে নেওয়া নয়। যেমন, মুসলমান না হয়েও এ কথা স্বীকার করা সম্পূর্ণ সম্ভব যে মহম্মদ ছিলেন তাঁর কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। বিশ্ব-ইতিহাসের ওপর যাঁর এত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে সেই লেনিনের মতবাদ নিশ্চয়ই বিচারের যোগ্য।

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, প্লেটো বলেছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র সেখানেই সম্ভব যখন সেখানে কোনো দার্শনিক রাজা হন। লেনিন, আরও অনেক কিছু ছাড়া ছিলেন একজন দার্শনিক। পরে আমরা তাঁর কয়েকটি দার্শনিক মতামত বিচার করব। ভূতপূর্ব রুশ সাম্রাজ্যের জন সমাজের ব্যাপকতম অংশে তিনি রাজা বা একজন ডিকটেটর (একনায়ক) না হলেও হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও তাদের মতাদর্শের নেতা। এবং সেই জন-সমাজ এখনো তিনি যেসব নীতি নির্ধারণ করেছিলেন প্রধানত সেইগুলির দ্বারাই চালিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্যই একটি আদর্শ রাষ্ট্র নয়। তার একটি কারণ মার্কসবাদীরা আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নয়, তাদের মনোযোগ বাস্তব রাষ্ট্র বা সম্ভাব্য রাষ্ট্রের দিকে। লেনিনের দর্শন এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নয় এমন সব মার্কসবাদীদের মধ্যে খুবই সজীব। সোভিয়েত ইউনিয়নে দর্শনের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপকতার পরিমাপ করা যায় এই একটি বিবৃতি থেকে (যা আমি সত্য বলে মনে করি) যে, ১৯৩৬ সালে কান্টের কিছু দার্শনিক রচনাবলীর (আমার বিশ্বাস হয় না সেগুলি তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী) অনুবাদের এক লক্ষ কপি ছাপা হয়েছিল এবং তার সবগুলিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেভাবেই হোক, দর্শন ব্যাপকভাবে আকর্ষণীয় বিষয় এবং বৃটেনে কমিউনিস্ট প্রচার অভিযানের একটি ফল হয়েছে দর্শনের প্রতি আকর্ষণের পুনরুজ্জীবন।

যার অন্য কোনো দর্শনের সত্যতা এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক আচার আচরণের ন্যায্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত-প্রত্যয় হয়েছে তাদেরও কেন অন্তত মোটামুটিভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করা উচিত তার কয়েকটি কারণ এইরকম। এই বক্তৃতাগুলি দেওয়ার পক্ষে আমার কারণ অবশ্য স্বতন্ত্র। আমি মনে করি মার্কসবাদ সত্য।

এখন প্রশ্ন হলো, মার্কসবাদ কি? লেনিনের পূর্বগামী এবং বিশিষ্ট একজন রুশ মার্কসবাদী প্লেখানভ তাঁর বই 'ফান্ডামেন্টাল প্রব্লেমস অব মার্কসিজম' এই কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন – "মার্কসবাদ একটি সুসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক মতবাদ।" অ্যারিস্টটল, সেন্ট টমাস, স্পিনোজা অথবা হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে ঐ কথা মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। সক্রেটিসের দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্টতই ঐ কথা সত্য নয়। মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও ঐ কথা অসত্য। মার্কসবাদ চূড়ান্ত নয়, ক্রমবদ্ধ মতবাদ নয় এবং কেবলমাত্র গৌণত তাত্ত্বিক। এটি চূড়ান্ত নয়, কেন-না এটা জীবন্ত এবং উন্নীত হয়ে চলেছে এবং সর্বোপরি মার্কসবাদে চরমত্বের দাবি করা হয় না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে একজন মার্কসবাদী বড়জোর এই কথা বলতে পারে যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার সামাজিক অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট এবং সব চেয়ে সত্য যে দর্শন সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল, তাই হলো মার্কসবাদ। মুখ্যত এটি মতবাদ নয়, এটি একটি পদ্ধতি। মার্কস নিজে যেমন তাঁর ফয়ারবাখের (এফ., পৃঃ ৭৫) ওপর একাদশ থিসিসে (নিবন্ধে) বলেছেন, "দার্শনিকেরা কেবল বিভিন্নভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন, দরকার তাকে পরিবর্তিত করা।" দেকার্তের মতো তিনিও তাঁর দর্শনকে মুখ্যত একটা পদ্ধতি বলেই মনে করেছেন এবং যদিও তত্ত্ব মার্কসবাদের অপরিহার্য অঙ্গ তবুও মার্কস প্রয়োগকে তত্ত্বের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ কথার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে বহু পরিমাণে তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত বেশ কিছু পরিমাণ তত্ত্বও মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির মতো মার্কসবাদের মধ্যেকার বিস্তারিত ধারণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্রে মার্কসীয় পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে। এবং যে তত্ত্ব এখন আছে তা অতীতের বড়-বড় দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে গড়ে উঠেছে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ফলে এবং খুব কম পরিমাণে 'বিশুদ্ধ চিন্তা'র সাহায্যে।

মার্কসবাদের ঐতিহাসিক সূচনা ও উৎসগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির ট্রায়ার শহরে মার্কসের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইহুদি আইনজীবী; মার্কসের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী খ্রিস্টান হন। মার্কসের সহকর্মী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রাইনল্যান্ডের বারমেন শহরে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জার্মান

শিল্পপতি। দু'জনেই দর্শন অধ্যয়ন করেন। এপিকিউরাসের দর্শনের ওপর গবেষণা-নিবন্ধের জন্য মার্কস ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁরা দু'জনেই বামপন্থী হেগেলীয় মতাবলম্বী ছিলেন এবং পরে ফয়ারবাখের অনুগামী হন। মার্কস চেয়েছিলেন দার্শনিক হতে এবং খুব সম্ভব যে তিনি যদি অধ্যাপক হতেন তাহলে বাস্তবে যা ঘটেছিল তার তুলনায় তিনি যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছিলেন তার পক্ষে অনেক কম বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। তবে মনে রাখতে হবে যে প্রুশীয় সরকার ফয়ারবাখ ও বাউয়ারের মতো আরও অনেককে বরখাস্ত করেছিলেন যাঁদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক মত বৈপ্লবিক হলেও মার্কসের পরবর্তীকালের মতামতের থেকে অনেক নরম ছিল। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে চরমপন্থী রাইনিশে জাইটুঙ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন একজন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এটা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন তিনি প্যারিসে চলে যান। ইতিমধ্যে এঙ্গেলস ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টার চলে গিয়েছিলেন, সেখানে তুলোর দালাল হিসেবে কাজ করছিলেন এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করছিলেন।১৮৪৫ সালে তাঁর 'দি কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' নাম ক পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৮৪৪ সালে প্যারিসে মার্কস ও এঙ্গেলসের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁরা জীবনব্যাপী বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা প্রুঁধোর মতো বিপ্লবী ফরাসী তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন ও সমাজতন্ত্রী হন। ১৮৪৫ সালে প্রুশীয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী মার্কসকে প্যারিস ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তিনি ব্রুসেলস চলে যান। ঐ সময়ে তাঁদের মত আরও অনেক পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রুঁধো ও অন্যান্য ফরাসী নেতাদের থেকে তাঁরা ভিন্নমত হলেন এবং তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হলো, 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে। এর খসড়া করেছিলেন এঙ্গেলস এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৭ সালে।

১৮৪৮ সালে দু'জনেই জার্মানিতে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মার্কস সাংবাদিক হিসেবে এবং এঙ্গেলস সৈনিক হিসেবে। ১৮৪৯ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন তাঁরা ইংল্যান্ডে, সেখানে মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে এবং এঙ্গেলসের ১৮৯৫ সালে। মার্কস বাস করতে লন্ডনে এবং এঙ্গেলস ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারে, তারপর তিনিও লন্ডন চলে আসেন।

ইন্টারন্যাশনাল ওয়াকিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন পরবর্তী কালে ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল (প্রথম আন্তর্জাতিক) নামে যা পরিচিত – প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক কাজগুলি করা ছাড়া তাঁরা ঐ সময়ে প্রচুর লিখেছেন। মার্কসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই 'ডাস ক্যাপিটাল' কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রধানত এঙ্গেলস যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন তারই ওপর নির্ভর করব। আমাদের বিষয়ের তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি হলো ঃ 'হের ইউজেন ড্যুরিঙস্ রেভল্যুশন ইন সায়েন্স' (১৮৭৮, সর্বসাধারণের কাছে যা 'অ্যান্টি-ড্যুরিঙ' নামে পরিচিত এবং ১৮৮৮ সালে রচিত অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থ 'লাডবিগ ফয়ারবাখ এ্যান্ড দি আউটকাম অব ক্ল্যাসিকাল জার্মান ফিলসফি'। সর্বশেষ, এঙ্গেলসের বিরাট সংখক নোটের পান্ডুলিপি। এগুলি অবশ্য ইতিপূর্বে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস আর্কাইভ-এ 'ডায়ালেটিক উন্ড নেটুর' (Dialektik Und Natur - Dialectic of Nature) এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। অ্যান্টি-ড্যুরিঙ ও ফয়ারবাখ দু'খানিই বিতর্কমূলক গ্রন্থ এবং অধিকাংশ লোকের কাছেই সহজপাঠ্য বলে মনে হয় কিন্তু একাধিক কারণে দর্শনের একজন সাধারণ ছাত্রের কাছে এগুলি কিছুটা ধাঁধার মতো মনে হবে। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে এঙ্গেলস তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে যাঁর লেখার সমালোচনা করেছিলেন সেই ড্যুরিঙ ছিলেন সমাজতন্ত্রী এবং বস্তুবাদী, এবং বহু বিষয়ে একমত ছিলেন তাঁরা দুজনে যাকে ভিত্তি করে বাস্তব বিতর্কের অবকাশ ছিল। যেসব ক্ষেত্রে এঙ্গেলস ভিন্ন মত পোষণ করতেন সেইসব ক্ষেত্রে তিনি ড্যুরিঙকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

আবার এঙ্গেলস নিজেকে ফয়ারবাখের শিষ্য বলেছেন কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তিনি ফয়ারবাখের সমালোচক ছিলেন। অনুরূপভাবে, মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত তাঁর 'দি হোলি ফ্যামিলি' রচিত হয়েছিলো ব্রুনো বাউয়ারের বিরুদ্ধে যাঁর সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুটা মতৈক্য ছিল এবং 'পভার্টি অব ফিলসফি'-তে আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন প্রুঁধো। ঐসব গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলি প্রকাশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে যাদের সঙ্গে তাঁরা বহু বিষয়ে একমত ছিলেন। সাধারণ দর্শনের বই সব পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখা, কেবলমাত্র তাদের উদ্দেশ্যে লেখা নয় যাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের মত-বিরোধ আছে। কাজেই সাধারণ দর্শনের বই পড়তে অভ্যস্ত কোনো পাঠকের কাছে ঐসব বই পড়া কঠিন আয়াসের ব্যাপার।

প্রশ্ন করা যেতে পারে সমকালীন যেসব ব্যক্তির সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ে তাঁর মত পার্থক্য ছিল যেমন কোঁত, মিল, স্পেন্সার

অথবা গ্রীন, এঙ্গেলস তাঁদের কেন আক্রমণ করেননি? সম্ভবত তার উত্তর এই। তাঁদের মতো দার্শনিকদের দিন যে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। মিল ও স্পেন্সারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলির অনেকাংশ বর্ত্তমানে অপ্রাসঙ্গকি। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজতন্ত্রীদের অনেকেই ড্যুরিঙ ও ফয়ারবাখের মত অনুসরণ করেন। এঙ্গেলস 'দক্ষিণপন্থী' মতবাদগুলিকে তাদের অশোধিত রূপকে নয়, সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপকে আক্রমণ করেছিলেন। বস্তুত, তিনি সহজতম প্রতিপক্ষকে না বেছে নিয়ে কঠিনতম প্রতিপক্ষকে বেছে নিয়েছিলেন।

লেনিনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থের নাম 'মেটিরিয়ালিজম এ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম'। ১৯০৮ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রধানত বগদানফ, লুনাচারস্কি এবং অন্য যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারে লেনিনের সহকর্মী হয়েছিলেন লুনাচারস্কি। প্রথমবার লেনিনের ঐ বই পড়লে মনে হবে এটা একরকম বিধিবদ্ধ সংকীর্ণ মার্কসীয় মতান্ধতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। যখন বগদানফ নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করেছেন তখন বগদানফের সঙ্গে মার্কসের মতের পার্থক্য দেখাবার জন্য মার্কসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার বাস্তবিকই যৌক্তিকতা আছে। গোটা বইটাই একজন যোদ্ধার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য আপেষকামীরা, তা তাঁরা বগদানফ ও লুনাচারস্কির মতো মার্কসীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত লোকই হোক বা ম্যাক ও অ্যাভেনারিয়াসের মতো তার বাইরের লোকই হোক। তাঁর অভিমত "যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি দার্শনিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষরা ঘোলাটে বুদ্ধির লোক।" অন্যদিকে যেখানেই তিনি স্বচ্ছ চিন্তা দেখতে পেয়েছেন সেখানেই তার প্রশংসা করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং ফলে প্রায়ই সম্পূর্ণভাবে তাঁর বিরোধীদের প্রতি তিনি যথেষ্ট শিষ্টাচার করেছেন। যেমন জেমস ওয়ার্ড সম্পর্কে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলছেন, "এই স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস্য অধ্যাত্মবাদী যেভাবে প্রশ্নটি রেখেছেন তা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিষ্কার ও প্রাসঙ্গিক।" অনুরূপভাবে, কার্ল পিয়ারসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বস্তুবাদের এই বিবেকবান ও সৎ শত্রু।" এছাড়া, লেনিনের কতকগুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

এঙ্গেলস তাঁর 'ফয়ারবাখ' ও 'অ্যান্টি-ড্যুরিঙ' গ্রন্থে এবং লেনিন যেভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ককে বিবৃত করেছেন এই বক্তৃতগুলিতে আমরা তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকব। লেনিন পদার্থবিদ্যাতে তেজস্ক্রিয়া ও ইলেকট্রনের আবিষ্কারকে যে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা বিশেষ চিত্তাকর্ষক কেন-না যেসব আবিস্কারের দ্বারা মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলি অপ্রমাণিত হয়ে গেছে বলে বলা হতো সেগুলির সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্ক কি, তা তিনি দেখিয়েছেন। তবে, আমাদের বক্তব্যের প্রধান উৎস হলেন এঙ্গেলস যদিও তিনি বলেছেন যে তাঁর রচনার প্রধান সূত্রগুলি মার্কস থেকে নেওয়া।

মার্কসবাদ অধ্যয়ন করতে গেলে তত্ত্বীয় দর্শনের ছাত্র প্রথমে কিছুটা হতাশ বোধ করবে। এতে বহু প্রশ্নের উত্তর যে দেওয়া হয়নি তার দুটি ভিন্ন-ভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, কতকগুলি প্রশ্ন যথাযথভাবে উত্থাপিত হয়নি এবং যেসব ঐতিহাসিক কারণে অতীতে ঐসব প্রশ্ন করা হতো তা দেখিয়ে দেওয়াই ছিল যথেষ্ট। অন্য প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, বর্তমানে যেসব তথ্য আমাদের হাতে আছে সেগুলির ভিত্তিতে জবাব দেওয়া যায় না। যেমন, মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করা মূলত অসম্ভব নয়, কিন্তু যতদিন আমরা আরও বেশি না জানি, বিশেষত মস্তিষ্ক সম্পর্কে, ততদিন এটা একমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে করা সম্ভব। মার্কসবাদের মনোযোগের বিষয় সত্তা বা অস্তিত্ব নয়, কিভাবে ঘটনা ঘটছে তাই মার্কসবাদের আলোচ্য বিষয়। মার্কসবাদে দাবি করা হয় যে এটা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়, সবরকমের পরিবর্তন ও বিকাশকে বুঝতে সাহায্য করে এবং বোঝাবার ফলে পরিবর্তন ও বিকাশকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে।

অধিকাংশ দার্শনিক সময় ও পরিবর্তনকে কমবেশি কাল্পনিক বলে মনে করেছেন, যদিও হেগেলের সময় থেকে সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল জগতের পেছনে একটি কালাতীত সত্তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা হয়েছে। প্লেটোর দর্শনে এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রকট। এটা উল্লেখযোগ্য যে অধিকাংশ তত্ত্বীয় দর্শনের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের পার্থক্য হলো তাতে কালে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার ওপর চরম গুরুত্ব দেওয়া হয় যথা – সৃষ্টি, পতন, মনুষ্য প্রজাতির উদ্ধার এবং শেষ বিচার। আদিম খৃস্টধর্মে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বজায় ছিল, কিন্তু ক্রমশ যখন এটি আর বৈপ্লবিক ধর্ম রইল না তখন কিছু ধর্মতত্ত্বজ্ঞ খৃস্টধর্মের তত্ত্বকে ক্রমেই আরও বেশি স্থৈতিক করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। খৃস্টধর্মের প্রথম শতকগুলিতে ধর্মতত্ত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে নব্য-প্লেটোনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং বর্তমানে আমরা দেখছি ডীন ইঙ্গ-এর মতো দার্শনিকেরা ধর্মতত্ত্বের কালগত দিকটা লঘু করে কালহীন বা

চিরন্তন দিকটাই বেশি করে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। এটা অবশ্যই কেবলমাত্র সমাপতন নয় যে তাঁদের রাজনৈতিক মত সাধারণত প্রতিক্রিয়াশীল।

মার্কসবাদে যে প্রচেষ্টা করা হয় মানতে হবে যে সেটি ন্যূনপক্ষে সত্তা হয়ে ওঠার সমস্যার ব্যাখ্যা করবার একটি স্পর্ধিত প্রচেষ্টা, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত দর্শনগুলিতে সত্তা সম্পর্কে যেসব সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে মার্কসবাদের বক্তব্য খুব সামান্য। ঐসব সমস্যার অনেকগুলিই অস্বচ্ছ চিন্তার ফলে উদ্ভূত হয়েছে বলে সেগুলিকে সরাসরি বাদ দেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদে বস্তু ছাড়া অন্য কিছুকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, কাজেই পরাবিদ্যাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে অবশ্যই ধরে নেওয়া হয়েছে যে বস্তুর জোগানের অফুরন্ত উৎস আছে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু ধরা হয়নি।

এই অধ্যায়ের বাকি অংশে মার্কসবাদের কয়েকটি তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত করব, অবশ্য এগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে। আমি কেবলমাত্র খুব সংক্ষিপ্তভাবে শেষ অধ্যায়ে মার্কসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব এবং যেহেতু আমি অর্থনীতিবিদ নই, আমি মনে করি না যে আমার আলোচনা অভিনব বা প্রামাণিক হবে।

প্রথম হলো, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য এবং প্রয়োগই প্রধান। ফয়ারবাখের (এফ., পৃঃ ৭৩) ওপর মার্কসের থিসিস-সমূহের একটি থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই।

"মানুষের চিন্তা বিষয়নিষ্ঠভাবে সত্য কি-না এটা তত্ত্বের কোনো প্রশ্ন নয়, এটা প্রয়োগের প্রশ্ন। প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতা, অর্থাৎ তার বাস্তবতা ও ক্ষমতা, 'এই জাগতিকতা' প্রমাণ করতে হবে। যে চিন্তার সঙ্গে প্রয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই সেই চিন্তা বাস্তব কি অবাস্তব তা নিয়ে যে বিবাদ তা স্কলাস্টিক মতবাদীদের প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

আবার, এঙ্গেলস জ্যোতিষ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, জ্যোতিষ চর্চার প্রথম দিকে কতকগুলি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি ছিল কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্ত এবং ঐ সিদ্ধান্তগুলির প্রত্যেকটির সাহায্যে দৃষ্ট ঘটনাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যেত। কেবলমাত্র যখন নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বের ভিত্তিতে নেপচুন গ্রহ আবিস্কৃত হলো, এবং হ্যালির ধূমকেতু আবার কবে দেখা যাবে তা বলে দেওয়া সম্ভব হলো, তখনই ঐ তত্ত্ব প্রমাণিত বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানে এসব খুবই সাধারণ কথা কিন্তু নব্বই বছর আগে (উনিশ শতকের মাঝামাঝি) এটা কোনোমতেই সাধারণ কথা ছিল না।

আমরা এই পর্যন্ত বলতে পারি যে মার্কসবাদ থেকে প্রয়োগবাদ আশা করা যায়, যদিও প্রয়োগবাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রায় সবগুলিতে মার্কসবাদের পার্থক্য আছে, বিশেষ করে, মার্কসবাদে এইসব ক্ষেত্রে যেমন জগতের পরিবর্তনের ওপর সর্বথা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং সর্বোপরি, বিশ্বাস করা হয় যে একটি বাস্তব জগৎ আছে এবং পরম সত্যে কখনও পৌঁছানো না গেলেও অবিরামভাবে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয়, মার্কসীয় তত্ত্ব হলো বস্তুবাদ। বস্তুবাদ শব্দটা বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেজন্যে জানা বিশেষ প্রয়োজন মার্কস এই শব্দে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন। এঙ্গেলস লিখেছেন (এফ., পৃঃ ৩১) ঃ

"সত্তার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক, ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক – সমগ্র দর্শনের এই সর্বপ্রধান প্রশ্নের মূলে, যেমন সব ধর্মের মূলে, রয়েছে বর্বর যুগের সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞ ধ্যান-ধারণা। কিন্তু সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন তার সমগ্র তীক্ষ্ণতা ও তাৎপর্য নিয়ে উত্থাপিত হয় – য়ুরোপীয় সমাজের খৃস্টীয় মধ্যযুগের দীর্ঘকালীন মোহাচ্ছন্নতার অবসানের পর। সত্তার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক কি এই প্রশ্ন স্কলাস্টিক মতবাদেও একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। সেখানে প্রশ্ন ছিল কোনটি প্রাথমিক, ভাব অথবা প্রকৃতি। এই প্রশ্ন খৃস্টধর্মের ক্ষেত্রে এই আকারে উত্থাপিত হয়েছিল : 'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন না জগৎ চিরকালই আছে'?

"দার্শনিকেরা এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি বড় শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরা ভাবকে প্রকৃতির আগে স্থান দিয়েছিলেন এবং সেইহেতু যে আকারেই হোক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন (এবং দার্শনিকদের আলোচনায় সৃষ্টি খৃস্টধর্মের ধারণার সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও অসম্ভব) তাদের নিয়ে হলো ভাববাদী শিবির। অন্যদিকে, যাঁরা প্রকৃতিকে প্রাথমিক বলে গণ্য করেছিলেন তাঁরা বস্তুবাদীদের বিভিন্ন শিবিরভুক্ত ।

"ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুটি শব্দের অর্থ মূলত এই এবং তার বেশি অন্য কিছু নয় এবং এখানেও ঐ শব্দ দুটি অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।"

আপনারা লক্ষ্য করবেন যে জোর দেওয়া হয়েছে কালগত অগ্রাধিকারের ওপর, যুক্তিগত অগ্রাধিকারের ওপর নয়। যে দার্শনিক মতবাদে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়, সেই মতবাদে এইটাই স্বাভাবিক।

এখন বস্তুবাদের ঐ সংজ্ঞা অনেকেই মানেন না। যেমন,

আমার প্রয়াত পিতা জে. এস. হ্যালডেন ['মেটিরিয়ালিজম', পৃঃ ৫ (লন্ডন ১৯৩২)] লিখেছিলেন :

"ভৌত-রাসায়নিক বাস্তবতা অথবা আমাদের চারপাশের বিশ্বকে মামুলি পদার্থ বিজ্ঞানগুলিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা বাস্তবের অনুরূপ, এই ধারণা কেবলমাত্র জীবন সম্পর্কে নয় সচেতন আচরণের সম্পর্কেও প্রযোজ্য – এই মতবাদকেই বলা যেতে পারে বস্তুবাদ।"

লেনিন যা লিখেছেন তার সঙ্গে যদি আমরা এটা মিলিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে জে. এস. হ্যালডেনের মত, অন্তত উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যে-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, মার্কসবাদের বিরোধী নয়। লেনিনের কথায় ঃ

"এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে বস্তুবাদ চেতনাকে – যা হলো লঘুতর বাস্তবতা – স্বীকার করে নেবে অথবা তড়িৎ-চৌম্বক অথবা আরও অপরিমেয়ভাবে জটিল কোনো গতিসম্পন্ন বস্তুর ধারণা না করে যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা স্বীকার করে নেবে।" (এম. ই., পৃঃ ২৩৮)

আবার অন্য এক জায়গায় লেনিন লিখেছেন – "বস্তুর, যা নিয়ে বস্তুবাদ জড়িত, একমাত্র ধর্ম হলো যে তার অস্তিত্ব অন্য-নিরপেক্ষ বাস্তব, আমাদের চেতনার বাইরেও তার অস্তিত্ব আছে...। অপরিবর্তনীয় উপাদানসমূহ অথবা 'দ্রব্যাদির অপরিবর্তনীয় সার' স্বীকার করে নেওয়া বস্তুবাদ নয়, তা হলো অধিবিদ্যাগত ধারণা, দ্বান্দিক বস্তুবাদের বিরোধী ধারণা।" (এম. ই., পৃঃ ২২০)

অতএব এটা পরিষ্কার যে মার্কসবাদে যাকে বস্তুবাদ বলা হয় তা অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকদের বস্তুবাদ থেকে অনেক কম পরিমাণে যান্ত্রিক। উল্লেখযোগ্য যে, যদিও আমার প্রয়াত পিতা বস্তুবাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন, তাঁর বই 'দি সায়েন্সেস এ্যান্ড ফিলসফি' কোনোমতে মার্কসবাদী না হলেও মস্কোর একজন বেতার ভাষ্যকার তা দ্বান্দিক বস্তুবাদের খুব ভালো প্রারম্ভিক পাঠ্যবই হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন।

আবার, লেনিনের মনোভাব ভাববাদের বিরোধী হলেও তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক ছিল না। "কেবলমাত্র স্থূল, সাধাসিধে এবং অধিবিদ্যাগত বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দার্শনিক ভাববাদ অর্থহীন। বিপরীত দিকে, দ্বান্দিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দার্শনিক ভাববাদ হলো জ্ঞানের স্বাভাবিক চরিত্রের একটিকে অথবা জ্ঞানের সীমাকে একদেশদর্শীভাবে অতিরঞ্জিত ও স্ফীতকায় করে বস্তু থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐশ্বরিক পরমে পরিণত করা।" [এম. ই., পৃঃ ৩২৭ (নোটের পাণ্ডুলিপি)]

অনেকে প্রশ্ন করেন, বস্তুবাদের অর্থ যখন দাঁড়িয়েছে বড় রকমের ভোজ ও দামী মোটরগাড়ির প্রতি আসক্তি তখন আপনারা বস্তুবাদ শব্দটা পরিত্যাগ করে, বাস্তববাদ বা কম বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করবে এইরকম অন্য কোনো শব্দ কেন ব্যবহার করেন না? এর উত্তর হলো, মার্কসবাদ এই কথার ওপর বিশেষ জোর দেয় যে বস্তুই হলো আদি এবং মার্কসবাদ হলো লড়াকু দর্শন। মার্কসবাদকে কখনো-কখনো প্রবলভাবে ভাববাদের মোকাবিলা করতে হয়। যেমন, বর্তমানে শান্তিবাদীরা যাঁরা মনে করেন সদিচ্ছার দ্বারাই দুনিয়াকে যুদ্ধ থেকে বাঁচানো সম্ভব – যেন সদিচ্ছা একেবারে ফাঁকা দুনিয়ায় কাজ করবে – তাঁদের প্রচারের এবং যে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন বর্তমান রাষ্ট্রগুলি ভেঙে দেওয়াই যথেষ্ট, এবং মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি এত ভালো যে বাকি কাজ তাতেই হয়ে যাবে, তাঁদের সঙ্গে সংগ্রাম করা দরকার।

মার্কসীয় বস্তুবাদকে দ্বান্দিক বস্তুবাদ বলা হয় যে কারণে আমি পরে তার ব্যাখ্যা করব। মাবন-ইতিহাসে দ্বান্দিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করা হলে তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসীয় দর্শনের এই দিকটি বোধ করি বৃটিশ পাঠকদের কাছে সব চেয়ে বেশি পরিচিত। কিন্তু এটি কেবলমাত্র একটি দিক এবং এই বইতে এটির সঙ্গে আমরা প্রধানত সংশ্লিষ্ট নই। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার স্বরূপ কি তা স্পষ্ট বোঝা যাবে এঙ্গেলসের লেখা থেকে দুটি উদ্ধৃতিতে।

"নতুন তথ্যগুলির ফলে সমগ্র অতীত ইতিহাস নতুন করে বিচার করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এবং দেখা গেলো সমস্ত অতীত ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলি সবসময় উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি বা এক কথায় তাদের সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সৃষ্ট হয়; সুতরাং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই হলো প্রকৃত ভিত্তি যাকে কেন্দ্র করে শেষ বিচারে প্রত্যেক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের আইনগত ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য ধ্যান-ধারণার উপরি-কাঠামোর ব্যাখ্যা করতে হবে। এখন ভাববাদ তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাসের দর্শন, থেকে বিতাড়িত হলো; এখন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা প্রবর্তিত হলো এবং এ যাবৎ যে চৈতন্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করা হতো তার পরিবর্তে পথ পাওয়া গেলো মানুষের অস্তিত্ব দিয়ে তার চৈতন্যের ব্যাখ্যা করবার।" (এ. ডি., পৃঃ ৩২)

আবার অন্য একটি অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন (এফ., পৃঃ ৬২) ঃ "অন্তত আধুনিক ইতিহাসে অতএব এটা প্রমাণিত হয় যে সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম এবং সেগুলির আবশ্যিক রাজনৈতিক আকার থাকা সত্ত্বেও (কেন-না প্রত্যেকটি

শ্রেণী সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম) মুক্তির জন্য সমস্ত শ্রেণী সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, অন্তত এই ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো অধস্তন শক্তি এবং জন-সমাজ – অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিমন্ডল – হলো নিয়ামক উপাদান। ঐতিহ্যগত ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্র হলো নিয়ামক এবং জন-সমাজ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হেগেলও এই ধারণার প্রশংসা করেছেন। বাইরে থেকে দেখলে অবস্থাটা এইরকমই মনে হবে। একজন ব্যক্তির কাজের সব চালিকা-শক্তিগুলি অবশ্যই তার মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে যাবে এবং সেগুলি তার কাজের ইচ্ছায় রূপান্তরিত হবে যাতে সে কাজে প্রবৃত্ত হয়; তেমনি জন-সমাজের সমস্ত প্রয়োজনই ব্যক্ত হবে, তা যে কোনো শ্রেণীই শাসকশ্রেণী থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে যাতে করে সেগুলি আইনের আকারে সর্বসাধারণের কাছে বৈধ বলে গণ্য হয়। এটা হলো ব্যাপারটার বিধিগত দিক যা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের দিক থেকে এই একান্ত বিধিগত ইচ্ছার সারবস্তু কি এবং তা আসে কোথা থেকে? অন্য কিছু না হয়ে ঠিক এইরকম ইচ্ছাই কেন হয়? আমরা যদি একটু গভীরভাবে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব, আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সমগ্রভাবে নির্ধারিত হয় জন-সমাজের নতুন-নতুন প্রয়োজনের ভিত্তিতে শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্যের দ্বারা এবং শেষ অবধি উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ও বিনিময়ের সম্পর্কের দ্বারা।"

মার্কসবাদের বিস্তারিত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি এবং বর্তমানের শ্রেণী সংগ্রামে মার্কসবাদের প্রয়োগের বিষয় এই পুস্তকের আলোচনার গন্ডির বাইরে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বহুদিন আগেই এটা বোঝা গিয়েছিল বস্তুর আচরণ মোটের ওপর বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিশাস্ত্র ও পাটিগণিতের নিয়ম মেনে চলে। প্রশ্ন উঠেছিল, বস্তুর আচরণ আমাদের যুক্তিতে প্রতিফলিত হয় অথবা আমাদের মনের প্রতিফলন ঘটে বস্তুতে। কান্টের মত ছিল কতকটা মাঝামাঝি, সম্ভবত ঝোঁক ছিল ভাববাদের দিকে।

অ্যারিস্টটল চিন্তার যেসব তত্ত্ব নির্ধারণ করেছিলেন সেগুলির থেকে আরও অগ্রসর হয়ে হেগেল চিন্তার কতকগুলি তত্ত্ব বিবৃত করেছিলেন, বিশেষত তাঁর 'লজিক এ্যান্ড ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ড' নামক গ্রন্থে। অ্যারিস্টটলের তত্ত্বগুলি যদিও বহু শতাব্দী ধরে কমবেশি স্বীকৃত হয়ে আসছিল তবুও সেগুলি এত স্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ হয়নি। এই তত্ত্বগুলিকে বলা হয়েছিল দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব। তিনি বলেছিলেন প্রকৃতি এই তত্ত্বের অনুক্রমী। হেগেলের মতে যুক্তির পদার্থগুলি চিরকাল বর্তমান, বিশ্ব কেবলমাত্র দেশে ও কালে এই পদার্থগুলির প্রতিফলন। ফয়ারবাখ, মার্কস এবং এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে এই তত্ত্বগুলি আগে প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে, পরে তা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মার্কসের মতে বাস্তব জগৎ মনের মধ্যে যেভাবে প্রতিফলিত হয় এবং চিন্তার আকারে রূপান্তরিত হয় তাই হলো আদর্শ, আদর্শ অন্য কিছু নয়। হেগেল মাথা নিচে রেখে পা ওপরের দিকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের কাজ হলো তাঁকে পায়ের ওপর দাঁড় করানো। এঙ্গেলস হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের এই অর্থ করলেন যে তাতে মূলত বস্তুর ধর্ম বিবৃত হয়েছে এবং কেবলমাত্র গৌণত চিন্তার নিয়মগুলি বিবৃত হয়েছে। তাঁর মতে হেগেল চিন্তার জগতে যে তত্ত্বগুলি নির্ণয় করেছেন সেগুলি কেবলমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে নয় – জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রের বাস্তব ঘটনাগুলির ওপরও প্রযোজ্য।

আমি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দ্বন্দ্বতত্ত্বের এত সংক্ষিপ্ত ও বিমূর্ত বিবরণ দেবো যা প্রায় হাস্যকর বিবৃতি বলে মনে হবে। এর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি বাদ দিয়ে যাব এবং এর কয়েকটি প্রধান তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। এইভাবে উপস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা হতে পারে। দ্বন্দ্বতত্ত্ব একটি ঐকিক বিষয় এবং তা কয়েকটি প্রয়োগ-ভিত্তিক সূত্রের সমষ্টি হিসেবে উপস্থিত করা হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানে তার কোনো একটি প্রয়োগ করতে হবে। আমি নিশ্চিত যে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাখ্যা, যেমন জ্যাকসনের 'ডায়ালেকটিকস' পড়লে এই ধারণা দূর হবে। আমি আশা করি এই পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলি পড়লেও ঐ ধারণা দূর হতে পারে। যদি না হয়, তাহলে সেটা আমার ত্রুটি, মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিনের নয়।

এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বগুলি কি? এগুলির একটি হলো বিরোধী-সমাগম। যেমন, যদি আমি বলি 'জন স্মিথ একজন মানুষ' তাহলে আমি কোনো একটি প্রসঙ্গে বিশেষ একজন জন স্মিথ এবং বিশ্ব-মানবের মধ্যে ঐক্য ঘোষণা করছি। গত ২৩০০ বছর ধরে এই অভেদ দার্শনিকদের বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ফেলেছে। আবার, আমি বলি, যে কাঠ দিয়ে এই টেবিলখানা তৈরি তা কঠিন, নাহলে তা কোনো বস্তুর ভার রাখতে পারত না এবং তা নরম, নাহলে তা কাটা যেত না। দুটি বিরুদ্ধ গুণ এখানে মিলিত হয়েছে। একথা বলবার আগে আমাদের সামনে দুটি বিকল্প আছে। প্লেটোর মতো আমরাও বলতে পারি বস্তু স্ব-বিরোধী, এটি আছে এবং এটি নেই। সর্বগত বিষয়ের সত্তা আছে, বস্তুর সত্তা নেই।

অথবা এঙ্গেলসের মতো আমরা বলতে পারি বস্তুতে এই

বিরোধগুলি মিলিত হয়েছে। এর অর্থ, যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা যা কখনও কল্পনা করেননি, বস্তু তার থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং অনেক বেশি জটিল।

এই তত্ত্বের ওপর দুটি মন্তব্য করা যেতে পারে। লেনিন বলেছেন (এম. ই. পৃঃ ৩২৪) বিরোধী-সমাগম শর্তসাপেক্ষ ও সাময়িক। গ্যাসের কোনো কাঠিন্য নেই, এই অর্থে যে বিভাজনের বিরুদ্ধে তা কোনো স্থায়ী প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না। অন্যদিকে, সম্ভবত একটি ইলেকট্রন পরম কঠিন, এই অর্থে যে তা সম্পূর্ণভাবে অবিভাজ্য।

বিজ্ঞানের বিকাশের যে কোনো পর্যায়ে যেসব আপাত স্ব-বিরোধ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো আমরা নিঃসন্দেহে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন, প্লেটোর মতো টেবিল কঠিন ও নরম দুই-ই এই কথা না বলে, আমরা কতকগুলি পরিমাণের সাহায্যে কাঠের কাঠিন্যের মাত্রা, ভারবহনের সীমা ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারি।

অনেক বিষয় আছে যা প্লেটোর কাছে কূট বলে মনে হতো কিন্তু আমাদের কাছে নয়। অন্যদিকে, আমাদের সময়ে নতুন সব স্ব-বিরোধ দেখা দিয়েছে যা আমাদের কাছে তেমনই দুর্বোধ্য যেমন ছিল প্লেটোর আমলের কূটাভাসগুলি যেগুলি এখন আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। যেমন, দৃশ্যত একই কালে ইলেকট্রনের এমন সব ধর্ম আছে যেগুলি থেকে আমরা সেগুলিকে কণা হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হই এবং অন্য কতকগুলি ধর্ম আছে যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব যদি ইলেকট্রন তরঙ্গসমষ্টি হয়। এখন থেকে দু'হাজার বছর পরে এইসব দুর্বোধ্যতা হয়ত একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের বলে মনে হবে কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের বংশধরেরা সম্ভবত তখনো বস্তুতে এমন সব বিরোধী-সমাগম দেখতে পাবে যা একত্রিত করা তাদের পক্ষে কঠিন মনে হবে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হলো, পরিমাণ গুণে পরিণত হওয়া এবং গুণ পরিমাণে পরিণত হওয়া। এই কথাটা হেগেল থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা অনেক বেশি ভালোভাবে বুঝিয়েছেন মার্কস [সি. (১), পৃঃ ৩৩৬] তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে।

"হেগেল তাঁর 'লজিক' গ্রন্থে এই নিয়ম আবিষ্কার করেছেন যে, কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন কোনো একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে গেলে গুণগত পরিবর্তনে পরিণত হয়। যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তেমনি এখানে ঐ নিয়মের সত্যতা প্রমাণিত হয়।"

এর একটি চিরকালীন দৃষ্টান্ত হলো জল ফোটা ও জল জমে যাওয়া, কিন্তু ভৌত রসায়নে দশার অন্য কোনো অবস্থান্তরকেও দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি এলে জলের পরিমাপযোগ্য বহু গুণের আকস্মিক ছেদ ঘটে। আয়তন, যা ধীরে ধীরে কিন্তু স্থির গতিতে বাড়ছিল, হঠাৎ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়; অন্যান্য গুণও যেমন, অন্য বস্তুকে দ্রবণের ক্ষমতা এবং লবণকে আয়নিত করবার ক্ষমতা লোপ পায়।

শারীরবৃত্তে অবশ্য এই নিয়ম একেবারে মূলগত। একশো বছর আগে সাধারণভাবে বলা হতো যে কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস বিষ, কেন-না কেউ যদি বিশুদ্ধ কার্বন ডায়োক্সাইডে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতো তাহলে তার মৃত্যু হতো। পরে জে. এস. হ্যালডেন দেখলেন কিছু পরিমাণে এই গ্যাস জীবন রক্ষার জন্যে অপরিহার্য। রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় এর পরিমাণ বায়ু-চাপের ৫ শতাংশের সমতুল। যদি এটি দ্বিগুণ বা অর্ধেক করা হয় তাহলে গুরুতর উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বস্তুত, মাত্রাধিক্য ঘটলে এটা বিষ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে এটা প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটল যে ধরনের নীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন তাতেও এই নিয়ম অপরিহার্য, কেন-না তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভালো ও মন্দের মধ্যে তফাৎ অনেকটাই পরিমাণগত। যেমন, কাপুরুষ প্রায় কোনো বিপদের ঝুঁকি নেয় না, হঠকারী অতিমাত্রায় নেয় এবং সাহসী লোক সঠিক পরিমাণে নেয়। এমন কি আইনের ক্ষেত্রে এটা সুবিদিত যে তিন বা ততোধিক সংখ্যক লোক নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করতে পারে কিন্তু একজন বা দু'জনে তা পারে না।

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় কোয়ান্টাম-করণ অর্থাৎ পরিমাণে রূপান্তরকরণ নামে এটা পরিচিত। কেবলমাত্র ভর নয়, শক্তিও (অন্তত ক্ষেত্র বিশেষে) এক আধার থেকে অন্য আধারে স্থানান্তরিত করা যায় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মাত্রায়। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এটা খুবই সম্ভব যে কোয়ান্টাম-সংক্রান্ত ঘটনাবলী এই নিয়মের সর্বাপেক্ষা মৌল ও আদিম প্রকাশ এবং অন্য সব উদাহরণ শেষ পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যাবে।

বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা দেকার্ত ও ডিমোক্রিটাস থেকে পাওয়া যায় এবং যা লক্ সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে গ্রথিত করেন সেই ধারণা অনুযায়ী বস্তুর পরিমাণগত দিকই সত্য, অন্যদিকে এর বহু গুণই মরীচিকা। যেমন, যাকে আমরা বর্ণ বা সুর বলি সেগুলি 'বাস্তবিকপক্ষে' কম্পনের দ্রুতি মাত্র। মার্কসবাদীদের মতে পরিমাণ ও গুণ উভয়ই বাস্তব।

বিপরীতভাবে, গুণ পরিমাণে রূপান্তরিত হওয়ার দৃষ্টান্ত

পাওয়া যায় যখন সুর-ঝঙ্কারকে শব্দ-মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। যেহেতু বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, আমাদের মস্তিষ্কে ও মেরুদন্ডের প্রণালীর দশ লক্ষ বা বিশ লক্ষ স্নায়ুতন্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত স্নায়বিক স্পন্দনগুলির পরিমাণের ওপর নয়, স্পন্দন-দ্রুতির ওপর নির্ভর করে, সেই হেতু এই রূপান্তর, এবং বিপরীত দিকে আমাদের মস্তিষ্কে পরিমাণ গুণেরূপান্তরিত হওয়ার যে ঘটনা ঘটে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে তার একটা মৌল ভূমিকা আছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস বহু জায়গায় এর উদাহরণ দিয়েছেন এবং এটা উল্লেখযোগ্য যে, সমাজের এক অবস্থায় যেসব নিয়ম আগাগোড়া সঠিক, অন্য অবস্থায় সেগুলি অর্থহীন হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন ধারাবাহিক নাও হতে পারে, যেমন ঘটে বায়ুচাপের মধ্যে জলের বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে অথবা অবিচ্ছেদী হতে পারে যেমন ঘটে থাকে পরিবর্তন সীমা থেকে উচ্চতর চাপে জলের বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথার আকস্মিকভাবে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে উচ্ছেদ ঘটেছিল কিন্তু ভূতপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যে তার অবসান ঘটেছিল ক্রমে ক্রমে।

তৃতীয় তত্ত্ব এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো খন্ডনের খন্ডন। আমি একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। আমি মোটর গাড়ি চালনা করা এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাকে অভীষ্ট পথে নিয়ে যেতে শিখলাম। তারপর, আমি সাধারণত যে গতিতে চালাই তার থেকে একটু দ্রুততর গতিতে চালাতে গিয়ে গাড়ির চাকা পিছলে অন্যদিকে গেলো। পিছলে যাওয়া অভীষ্ট পথে চালনার খন্ডন। কয়েকবার পিছলে যাওয়ার পর, আমি পিছলে যাওয়াটা অভীষ্ট পথের দিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলাম। এটা হলো মোটর গাড়ি চালনাতে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ। কিছু চালক আছে যারা কখনই উচ্চতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। লন্ডনের বাস চালকেরা, যাদের কি-না তৈল-সঞ্চিত ভূমির উপর মোটর গাড়ি চালানো শিখতে হয়, তারা বাধ্য হয় উচ্চতর পর্যায়ে উৎক্রান্ত হতে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে গড়িয়ে যাওয়া, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মোটর চালকদের চালনা-কৌশলের একটা অঙ্গ।

এই উদারহণটা আমি দিলাম সকলের জন্য জানা ঘটনা থেকে। পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা থেকে এর উদাহরণ পরে দেবো।

অর্থনীতিক ক্ষেত্রে মার্কসের দেওয়া একটি উদাহরণ চিত্তাকর্ষক। এতে দেখা যাবে তিনি এই তত্ত্ব কিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রথমে তিনি মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের শিল্পের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা শ্রমিকদের, যন্ত্রপাতিও তাদের নিজেদের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের জমিও ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ করে হস্তচালিত শিল্পের উৎপাদনের বিষয়টি লক্ষ্য করছিলেন। এরপর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়ার দিকে শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা মালিকানাচ্যুত হলো, উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর তাদের মালিকানা থাকল না, কতকটা জমি ঘিরে ফেলার জন্যে বেদখল হয়ে অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রম-বিভাজনের ভিত্তিতে গঠিত অনেক বেশি দক্ষ শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার ফলে। হস্তচালিত তাঁতগুলি ধ্বংস হযে গেলো কারখানার দ্বারা। এই প্রক্রিয়া হলো উৎপাদনের উপায়গুলির ওপর শ্রমিকদের মালিকানার অবসান বা খন্ডন। কিন্তু মার্কস বলছেন এখন এই খন্ডনের খন্ডন ঘটছে। পুঁজিবাদের বর্তমান পর্যায়ে পুঁজি নিজেকে খন্ডিত করছে। [সি. (১), পৃঃ ৩৮৬]

"এখন যাকে মালিকানাচ্যুত করতে হবে সে নিজের জন্যে নিজে উৎপাদনকারী শ্রমিক নয়, সে হলো পুঁজির মালিক যে বহু শ্রমিককে শোষণ করছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত নিয়মগুলির ক্রিয়ায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে এই মালিকানাহরণ সাধিত হয়। এই কেন্দ্রীভবন অথবা সামান্য সংখ্যক পুঁজির মালিকদের দ্বারা বহু পুঁজি-মালিককে মালিকানাচ্যুত করার পাশাপাশি, ক্রমশই বেশি করে বিকাশিত হতে থাকে সমবায়ী আকারে শ্রম প্রক্রিয়া, কৃৎ-কৌশলে সচেতনভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, প্রণালীবদ্ধভাবে কৃষি-উৎপাদন, শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি একমাত্র সকল শ্রমিকদের পক্ষে সমবেতভাবে এবং সমানভাবে ব্যবহার্য হওয়ার বিধান, উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণ যাতে সামাজীকৃত সব শ্রমিকের উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, তার জন্যে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ...। এই রূপান্তরের সুযোগ আত্মসাৎ ও একচেটিয়াভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে যেসব বৃহৎ পুঁজিপতি, তাদের সংখ্যা অবিরামভাবে কমে যেতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে, দারিদ্র, নিপীড়ন, দাসত্ব, অবনমন ও শোষণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। কিন্তু এরই সমান্তরালে বাড়তে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ, যে শ্রেণীর সংখ্যা সবসময় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই। পুঁজির বিনিয়োগে যে উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা সেই পদ্ধতির ওপর শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায়।

উৎপাদনের উপায় কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ শেষে এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে এগুলি তাদের পুঁজিবাদী বন্ধনসূত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বন্ধনসূত্র ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তিম ঘন্টা শোনা যায়। যারা একদিন মালিকানা হরণ করেছিল তারা মালিকানাচ্যুত হয়।"

মার্কস এইভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ, এর আত্ম-বিনাশ এবং সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের ধারণা করেছিলেন।

মার্কস, খন্ডনের খন্ডনকে প্রগতি ও নতুনত্বের প্রধান উৎস বলে মনে করেছিলেন। অনেক দার্শনিক, যেমন লয়েড মরগ্যান ও স্মাটস, যাকে তাঁরা বলেছেন নতুনত্বের আবির্ভাব, সেই বিষয়ে সম্প্রতি উৎসাহী হয়েছেন।

লেনিন লিখেছেন [এম. ই., পৃঃ ৩২৩ (নোটের পান্ডুলিপি)] ঃ

"বিবর্তনের দুটি মৌল (অথবা, দুটি সম্ভাব্য? অথবা দুটি ঐতিহাসিকভাবে পরিলক্ষিত?) ধারণা হলো ঃ বিকাশ হলো হ্রাস-বৃদ্ধি, পুনরাবৃত্তি এবং বিকাশ হলো বিরোধী-সমাগম (এক বিভাজিত হয়ে দুটি বিরোধীতে পরিণত হওয়া এবং তাদের বিপরীত সম্পর্ক)। প্রথম ধারণাটি নিস্প্রাণ, হীন এবং শুষ্ক; দ্বিতীয়টি প্রাণবন্ত। কেবলমাত্র দ্বিতীয় ধারণা থেকেই যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তার স্ব-গতি বোঝবার সূত্র পাওয়া যায়। বিকাশের ধারায় উল্লম্ফন, ক্রমিক অনুবর্তনে ছেদ, বিরোধীতে পরিণত হওয়া, পুরাতনের বিনাশ ও নূতনের আবির্ভাব – এসব বোঝবার সূত্র একমাত্র এতেই পাওয়া যায়।"

আমাদের দেখতে হবে এই কিছুটা স্পর্ধিত দাবি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতটা প্রমাণ করা যায়।

সর্বোপরি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরিবর্তনের বাস্তবতার ওপর জোর দেয়। দাবি করা হয় প্লেটো ও সক্রেটিস থেকে আগে হেরাক্লিটাসে এই ধারণার সূচনা দেখা যায়; এবং বিশেষ করে, পদার্থবিদ্যার নতুন ধারণাগুলিকে এতে স্বাগত জানানো হয়েছে যদিও অনেকের মনে হয়েছে পদার্থবিদ্যার এই ধারণাগুলিতে বস্তুবাদের অবসান সূচিত হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে ঐ ধারণাগুলির ফলে উনিশ শতকে বহু বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচলিত এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো অংশে এখনও প্রচলিত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধরনের বস্তুবাদের অবসান ঘটেছিল।

আমরা ওপরে যেমন দেখেছি, লেনিন বলেছেন (এম. ই., পৃঃ ২২০) ঃ "বস্তুর একমাত্র ধর্ম – যা উপলব্ধি করা বস্তুবাদের পক্ষে অপরিহার্য – হলো আমাদের চেতনার বাইরে, এর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে" এবং সেই কারণে পদার্থবিদ্যায় তাঁর সময়কার বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলির ফলে তিনি আদৌ বিচলিত হননি।

আবার, এঙ্গেলস বলেছেন (এফ., পৃঃ ৫৪) ঃ

"জগতে তৈরি জিনিসসমূহের জটিল সমাবেশ নয়, বহু প্রক্রিয়ার জটিল সমাবেশ যাতে দৃশ্যত স্থিতিশীল জিনিসগুলি ও সেগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণায়, মানসিক প্রতিরূপে, অবিরত পরিবর্তন ঘটছে; সেগুলি অস্তিত্বে আসছে ও অন্তর্হিত হচ্ছে, যাতে দৃশ্যত অনেক আকস্মিক ঘটনা এবং সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিকাশ ধারার ক্রম-অগ্রগতি ঘটে – এই মহান মৌল ধারণা এত পুরোপুরিভাবে সাধারণ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে হেগেলের সময় থেকে, যে মোট বিচারে কদাচিৎ এই ধারণার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু কথায় এই মৌল ধারণা স্বীকার করে নেওয়া এবং বাস্তবে সবিস্তারে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সময়ে তা প্রয়োগ দুটো ভিন্ন ব্যাপার।"

আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রক্রিয়া হলো মূল এই ধারণার মধ্যে বের্গসঁ ও হোয়াইটহেডের দর্শনে যা মূল্যবান তার পূর্বাভাস পাই। পরে আমি দেখাব এই তত্ত্বগুলি কিভাবে প্রযুক্ত হয়, অথবা অন্ততপক্ষে এটা বিচার করে দেখব যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য কি-না।

আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে আমার এই উপস্থাপনা বিশেষভাবে অসম্পূর্ণ। যদি কেউ এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করতে চান আমি তাঁদের বলব 'ফয়ারবাখ' ও 'অ্যান্টি-ড্যুরিঙ' অধ্যয়ন করতে, এই কথা মনে রেখে যে ঐ বইগুলি ষাট বছর আগেকার বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছিল এবং সেই কারণে ঐ বইগুলিতে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে স্পষ্টতই তার কতকগুলিকে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করবার জন্যে কিছুটা বদলে নিতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া হলো নিম্নোক্ত রূপ। আমরা কোনো বিষয় বা প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে পর্যালোচনা করলাম। তার থেকে আমরা একটা তত্ত্ব সৃষ্টি করলাম এবং আমরা দেখতে পেলাম যে ঐ তত্ত্ব সন্তোষজনক নয়, কারণ আমরা পটভূমিকে উপেক্ষা করেছি। পরে যে কোনো সমালোচকের পক্ষে এটা বলা সহজ "দেখ, তোমার প্রথম তত্ত্ব ছিল একটা অবাস্তব জিনিস। যে-কেউ বলে দিতে পারত এটা খাটবে না।" দুর্ভাগ্যের কথা, প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, তত্ত্বটা কতদূর অবধি কার্যকর হলো এবং তারপর বিফল হলো। কিন্তু সেই তত্ত্বটা দাঁড় না করানো পর্যন্ত আমরা বলতে পারিনি যে কোন উপাদানগুলি আমরা উপেক্ষা করেছি এবং যা করা আমাদের উচিত হয়নি। আমরা রসায়ন থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মধ্যযুগে কোনো আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন

কিমিয়াবিদ, গ্রহগুলির অবস্থান দেখে না নিয়ে কোনো কঠিন রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না। যেমন, টিন-ঘটিত কোনো প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে অনুমান করা যায় তিনি দেখে নিতেন যে নিরীক্ষা শুরু করবার সময়ে বৃহস্পতি যেন তুঙ্গে থাকে, কেন-না বৃহস্পতি গ্রহ টিনের অধিষ্ঠাতা। রসায়নের অগ্রগতিতে বৃহত্তম পদক্ষেপগুলির একটি গ্রহণ করা হয়েছিল সেই দিন যেদিন কোনো একজন সাহসী মানুষ গ্রহদের অবস্থান না দেখেই নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন সেই নিরীক্ষা আগে যেমন সফল হতো তেমনই হলো। তা সত্ত্বেও, যখন রসায়নের তত্ত্ব ও প্রয়োগ অগ্রসর হতে থাকল তখন দেখা গেলো পটভূমিতে কতকগুলি জিনিস ছিল যা উপেক্ষা করা যায় না, যেসব জিনিসের কল্পনাও ছিল না মধ্যযুগীয় কিমিয়াবিদদের। উদাহরণস্বরূপ, যে রাসায়নিক নিরীক্ষায় কতটা পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হলো তা পরিমাপ করা দরকার, স্পষ্টতই সেখানে কেবলমাত্র থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখলে হবে না, ব্যারোমিটারে বায়ুচাপও দেখতে হবে এবং কেবলমাত্র যখন বায়ুচাপের পরিবর্তন গণনার মধ্যে নেওয়া হবে তখনই ঐ পরিমাপ সঠিক হতে পারে।

পটভূমির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অনেক সময় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ, যা মানবজীবনের আদিমতম পর্ব বলে আমাদের বিশ্বাস, অর্থাৎ খাদ্য-সংগ্রহের পর্ব বা পশু-শিকার পর্বের পূর্ববর্তী, স্পষ্টতই সেখানে সব চেয়ে কার্যকর সমাজ ছিল পরিবার। খুব সাদাসিধে পশু-শিকার ও মাছ ধরার ওপর নির্ভরশীল সমাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। মানুষের বিকাশের ঐ স্তরে, একমাত্র অর্থবহ দর্শন ছিল নৈরাজ্যবাদ – তোমার প্রতিবেশীকে তার নিজের মতো থাকতে দাও। আরও কার্যকর উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে জনসমাগম ঘন হয় ও বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজন হয় এবং পরিবার থেকে বড় কোনো সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যান্য পরিবারের পটভূমিকে তুমি আর উপেক্ষা করতে পারো না।

একইভাবে, বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে একশো বছর আগে জাতীয় রাষ্ট্রকে বহু পরিমাণে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যেত কিন্তু এখন পরিবহনে, কেবলমাত্র মানুষ ও পণ্য পরিবহনে নয়, বোমা পরিবহনেও প্রভূত উন্নতির ফলে তা আর সম্ভব নয়।

বিশেষ একটা ক্ষেত্র আছে যার উদ্ভব হয় যখন আমাদের জ্ঞানের দ্বারা অবস্থা পরিবর্তিত হয়। 'স্বাধীনতা হলো প্রয়োজনের উপলব্ধি' এই উক্তিটি এঙ্গেলস হেগেলের ওপর আরোপ করেছেন। আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে প্রথম যিনি এই উক্তি করেন তিনি হলেন স্পিনোজা, হেগেল নন। এটি একটি কূটাভাস, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটি সত্য। নিম্নোক্ত উক্তিটি বিচার করে দেখা যাক্ ঃ "ব্যাসিলাস টাইফোসাস দ্বারা দূষিত জল যদি তুমি পান করো তাহলে সম্ভবত তোমার টাইফয়েড জ্বর হবে।" এই কথাটা মোটামুটি সত্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এটা মেনে নিই এবং তার ভিত্তিতে কাজ করি। এই কথার সত্যতা যতদিন লোকে মেনে নেয়নি, টাইফয়েড মহামারীর মোকাবিলা করার জন্যে লোকে সব পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে; মন্ত্রতন্ত্র, প্রার্থনা, দুর্গন্ধের বিরুদ্ধে অভিযান সব কিছু করেছে কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য ফল পায়নি। এখন, বিস্ময়ের কথা হলো টাইফয়েড সম্পর্কে ঐ মন্তব্য যখন শুধুমাত্র উপস্থিত করা হলো না, তার ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেওয়া হলো, এটা আর সত্য রইল না। সঙ্গে সঙ্গে এটা মিথ্যা হয়ে গেলো, কেন-না "সম্ভবত তোমার টাইফয়েড জ্বর হতে পারে" এই কথাগুলির সঙ্গে যোগ করতে হবে "কিন্তু হবে না, যদি তোমার জল ফুটিয়ে নাও বা ক্লোরিন দিয়ে পরিশুদ্ধ করে নাও অথবা যদি তুমি নিজেকে অনাক্রম্য করে নাও।" অন্যভাবে বলা যায়, প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে তুমি সেই ক্ষেত্রে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে তা পাশ কাটিয়ে যেতে পারো।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা সত্য। আমার মতে, এই কথা বহুলাংশে সত্য যে মানুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার দাস, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই ঘটনাটা স্বীকার না করে এবং ভাববাদী, যিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পুরোপুরি অস্বীকার করেন, অন্যেরা যতটা তিনিও ততটাই অর্থনৈতিক অবস্থার অধীন। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করে মানুষের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ বহু পরিমাণে সত্য কিন্তু তারা ব্রতী হয়েছে এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলি বিলুপ্ত হয়েছে এবং যেখানে এই বিশেষ ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদ আর সক্রিয় নয় এবং তার দ্বারা ঐ কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করতে।

অবশ্যই কোনো মার্কসবাদী এই দাবি করবে না যে মার্কসের সময়ের আগে কেউ অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি। বরং অতীতের প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক সংগ্রাম মূলত ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বহু সময়ে ঐ সংগ্রাম সচেতনভাবে করা হয়নি, কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সেগুলি ছিল সম্পূর্ণ সচেতন সংগ্রাম। কিন্তু অতীতের এইসব সংগ্রামে যোগদানকারীরা তাদের আশু সমস্যাগুলির ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছিল এবং তাদের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটে দেখেনি। অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ওপর মার্কসবাদ যে এত বেশি জোর দেয় এই ঘটনা থেকে এটা

পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ মার্কসীয় দর্শনের কোনো অঙ্গ নয়। বরং মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিয়তি ও তার বাস্তব প্রয়োগ, এই উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করে।

ওপরে যা বলা হয়েছে তা হলো দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটি নমুনা যার ওপর অধ্যাপক লেভি একাধিক নিবন্ধে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি বইতে ('এ ফিলসফি ফর এ মর্ডান ম্যান', গোলাঞ্জ ১৯৩৮) বিশেষ করে জোর দিয়েছেন।

আর অগ্রসর হওয়ার আগে, আমি এই হেগেলীয়-মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব সক্রেটিসের পদ্ধতির সঙ্গে একটু তুলনা করতে চাই। বলা যেতে পারে দর্শনে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন সক্রেটিস।

আমরা যতটা নির্ধারণ করতে পারি তাতে সক্রেটিসের পদ্ধতি ছিল এইরকম ঃ কোনো অভাগা এথেনীয় নাগরিকের সঙ্গে বিচারের প্রকৃতি 'কি', এইরকম কোনো একটা বিষয়ে আলাপ শুরু করতেন এবং তাঁর অভাগা ও অসন্দিগ্ধমনা প্রশ্নকর্তাকে স্ব-বিরোধিতায় ফেলতেন। এইসব বাদ-প্রতিবাদের ফলে সত্যে না পৌঁছালেও, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন তার থেকে সত্যের কতকটা নিকটতর হতেন।

প্লেটো লিখেছেন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরম সত্যে পৌঁছাবার একটি উপায়। যেমন, যদি আলোচ্য প্রশ্নটি হতো 'বিচার কি'? প্লেটোর ধারণা অনুযায়ী বিচার কয়েকটি চিরকালীন ধারণার অনুরূপ এবং বিচার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা পরীক্ষা করে, কোথায় তা স্ব-বিরোধী হচ্ছে তা দেখিয়ে এবং ফলে তা যাতে আর স্ব-বিরোধী না থাকে এইভাবে তা সংশোধন করে তিনি বিচারের অনন্তকালীন ধারণায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এখন আমাদের অধিকাংশেরই সন্দেহ প্লেটো নির্ভুল ছিলেন কি-না এবং একটা ঝোঁক দেখা গেছে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক লোকদের মধ্যে, এই কথা বলবার যে সক্রেটিস কেবলমাত্র শব্দের অর্থ বিচার করেছেন এবং তার গুরুত্ব যৎসামান্য। কিন্তু এথেন্সের বিচার এমনকি সবচেয়ে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন এথেন্সবাসীর যে ধারণা ছিল বিচার সম্বন্ধে তা কোনো মতেই আধুনিক ইংল্যান্ডের বিচার নয়। সক্রেটিসকে প্রশ্নকারীদের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকজন, যদি আদৌ কেউ থেকে থাকে, দাস প্রথাকে মূলত অন্যায় ব্যবস্থা বলে মনে করত এবং একইভাবে, বিশ শতকের ইংল্যান্ডে বিচার বলতে যা বোঝায় তা এখন থেকে একশো বছর পরেকার বিচারের ধারণার থেকে ভিন্ন।

অতএবং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই বাচনিক বা তর্কমূলক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া আমাদের কতকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের ধারণাগুলিকে অনেকটা পরিমাণে পরিষ্কার করতে পারে, তবুও ইতিহাস আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলির ওপর যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তা আরও অন্তর্ভেদী এবং যে বিরোধ উন্মোচন করে তা কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়, তা সে তর্ক যত দীর্ঘই হোক না কেন।

আমার বিবেচনায় সত্যের মার্কসীয় তত্ত্ব স্পষ্ট এবং সরল কিন্তু কোনো-মতেই সম্পূর্ণ নয়। তাতে এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, খুবই তুচ্ছ বিষয়গুলি, যেমন কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিরূপণ করা ছাড়া সত্যের অভিমুখে অনির্দিষ্ট অগ্রগতি অর্জন করা যায়। এই মতের সঙ্গে দর্শনের ইংরেজ ছাত্রদের অবশ্যই পরিচয় ঘটেছে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বার্কলের গ্রন্থে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এমন একটি ছোট উদ্ধৃতি এঙ্গেলস (এ. ডি., পৃঃ ১০১) থেকে দিচ্ছি ঃ

"অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের চিন্তার সরণি থেকে উচ্চতম পর্যায়ের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে জ্ঞান নিঃশর্তভাবে সত্য বলে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে তা কতকগুলি আপেক্ষিক ভ্রমের মধ্যে থেকে অর্জিত হয়; দুইয়ের কোনোটিই মানুষের অন্তহীন অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে ছাড়া অর্জিত হতে পারে না।

এখানে আবার আমরা মানুষের যে চিন্তাকে আবশ্যিকভাবে পরম বলে গণ্য করা হয় এবং একক ব্যক্তিদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ চিন্তার মধ্যে তার যে বাস্তব রূপ দেখতে পাই – এই দুইয়ের মধ্যে সেই একই বিরোধ দেখতে পাই যেমন আমরা ওপরে দেখেছি। এই বিরোধের সমাধান সম্ভব হতে পারে অন্তত প্রগতিতে, আমাদের ক্ষেত্রে, অন্তত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে মনুষ্য প্রজন্মের অন্তহীন পারম্পর্যে। এই অর্থে মানুষের চিন্তা যতটা পরম ঠিক ততটাই পরম নয়, এবং এর জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা যে পরিমাণে সীমিত ঠিক সেই পরিমাণে অনন্ত। এটা স্বভাবে, বৃত্তিতে, সম্ভাবনাগুলিতে এবং এর ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে পরম এবং অন্তহীন; একক প্রকাশে এবং প্রত্যেক বিশেষ ক্ষণে এটা পরম নয় এবং এটা সীমিত।

"চিরন্তন সত্যগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যদি মানবজাতি কখনও এই পর্যায়ে পৌঁছাত যেখানে তারা কেবলমাত্র চিরন্তন সত্যগুলি, পরমরূপে বৈধ এবং নিঃশর্তভাবে সত্য সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কাজ করতে পারত তাহলে সেখানে তারা এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছাত যেখানে বুদ্ধির জগতের বাস্তব অস্তিত্ব ও সম্ভাব্যতা দুইই নিঃশেষিত হতো এবং তার অর্থ হবে অনন্ত শ্রেণীকে গণনা করে শেষ করার সেই বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা সাধিত হয়েছে।"

মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে মার্কসবাদীরা যেসব তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তত্ত্বে বেশি রকম দাবি করা হয় সেগুলি সম্বন্ধে বরং সন্দিহান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' গ্রন্থে রাসেল ও হোয়াইটহেড-এর পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সত্য বা বহু পরিমাণে সত্য, যদি যথেষ্ট তীক্ষ্ণভাবে বর্গীকরণ করা যায়।

এটা এই প্রকল্পের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সত্তাগুলি (যেমন, কুকুর, বিদ্যুৎ চমক এবং অনুভূতিসমূহ), সম্পর্কসমূহ [যেমন, (অন্যের) থেকে বৃহত্তর, (অমুকের) পিতা, (অমুকের) দ্বারা ঈপ্সিত] এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ (যেমন, এই টুপিটা কালো, সব শূকরছানার মাথা আছে, আমি এক গ্লাস মদ চাই) শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। তারপর, উদাহরণস্বরূপ দুটি শ্রেণীর অঙ্গীভূতদের মধ্যে এক-এক প্রতিষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ধরা যাক, প্লাউ নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বল তারাগুলি এবং রক্তাভ গাঁদা ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে, তাহলে এই দুটি শ্রেণী অন্য একটি শ্রেণীর অঙ্গীভূত যার মধ্যে রয়েছে সপ্তাহের দিনগুলির শ্রেণী এবং সেই বামনদের শ্রেণী যারা স্নো-হোয়াইটকে (রূপকথা) সাহায্য করেছিল। এই অতি-শ্রেণী হলো অঙ্কসংখ্যা সাত। এবং এর ওপর ভিত্তি করে গণিতের মৌল উপাদানগুলি প্রমাণ করা যায়।

যদি আমরা সমস্ত প্রাণীকে সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ করে ফেলতে পারি যাদের মধ্যেকার পার্থক্য সবসময় খুব ভালোভাবে চিহ্নিত, তাহলে বর্গীকরণের রাসেল-হোয়াইটহেড তত্ত্ব নিঃসন্দেহে খাটবে। কিন্তু বাস্তবে প্রাণীদের প্রজাতিতে বা উচ্চতর জাতিতে এই বিভাজন কোনোমতেই সর্বগতভাবে সিদ্ধ নয়। দুটি প্রজাতির মধ্যেকার ফাঁক পূরণ হয়ে গেছে কেবলমাত্র অতীতে বিবর্তনের দ্বারা এমন নয়, এখনো অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্করায়ণের দ্বারাও তা ঘটছে। এঙ্গেলস ফাঁক পূরণকারী প্রাণীদের নিয়ে খুবই সবিস্তারে বলেছেন – 'আর্কিওপটেরিক্স' যা সরীসৃপ ও পাখীদের মধ্যেকার ফাঁক পূরণ করেছে এবং 'সেরাটোডাস' যা মাছ ও উভচর প্রাণীর মধ্যেকার ফাঁক কিছু পরিমাণে পূরণ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে বহু শিলীভূত প্রাণীদেহ আবিস্কৃত হয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণভাবে ঐ ফাঁক পূরণ করেছিল। সম্ভবত সেই কারণে এমন যৌক্তিক পদ্ধতির ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা কেবলমাত্র কতকগুলি অতিমাত্রায় বিমূর্ত ধর্ম-বিশিষ্ট পদার্থগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর। এই ধরনের বস্তুগুলির উদাহরণ বাস্তব জগতে যুক্তিবিদরা যেমন ভাবতে অভ্যস্ত তার থেকে অনেক কম ক্ষেত্রে এবং অনেক অসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। ■

[*নোট ঃ উদ্ধৃত রচনাটি জে বি এস হ্যালডেন লিখিত বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন থেকে সংগৃহীত।*]

"জগতে তৈরি জিনিসসমূহের জটিল সমাবেশ নয়, বহু প্রক্রিয়ার জটিল সমাবেশ যাতে দৃশ্যত স্থিতিশীল জিনিসগুলি ও সেগুলি সম্পর্কে আমাদের ধারণায়, মানসিক প্রতিরূপে, অবিরত পরিবর্তন ঘটছে; সেগুলি অস্তিত্বে আসছে ও অন্তর্হিত হচ্ছে, যাতে দৃশ্যত অনেক আকস্মিক ঘটনা এবং সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিকাশ ধারার ক্রম-অগ্রগতি ঘটে – এই মহান মৌল ধারণা এত পুরোপুরিভাবে সাধারণ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে হেগেলের সময় থেকে, যে মোট বিচারে কদাচিৎ এই ধারণার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু কথায় এই মৌল ধারণা স্বীকার করে নেওয়া এবং বাস্তবে সবিস্তারে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের সময়ে তা প্রয়োগ দুটো ভিন্ন ব্যাপার।"

– ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি?

– মার্তেন সিদোরভ

ভূমিকা

"বিজ্ঞানসম্মত চিন্তনের ক্ষেত্রে মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এক মহৎ অবদান। আগে ইতিহাস ও কর্মনীতি সম্পর্কে মতামতের ব্যাপারে যে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতা বিরাজ করত, তার স্থানে এল লক্ষণীয়ভাবে এমন এক অখণ্ড ও সুসমন্বিত বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব, যা থেকে দেখতে পাওয়া গেল উৎপাদক শক্তির বৃদ্ধির ফলে কিভাবে সমাজ জীবনের এক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই আরেক ও উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে ওঠে।"

– লেনিন

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হিসাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে সমাজ বিকাশের নিয়মসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অঙ্গ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অধ্যয়নের জন্য দরকার একে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা। বিষয়টির ভূমিকা হিসাবে রচিত এই পুস্তিকাটির স্বল্প পরিসরই অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সকল দিক সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ আলোচনার পক্ষে বাধা স্বরূপ। গ্রন্থকার সে কারণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সমস্যার দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার এবং সেইসব ধারণাকে ব্যাখ্যা করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যেগুলি এই শিক্ষার প্রধান মূলনীতিগুলিকে, এর পদ্ধতি, সামাজিক ব্যাপার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং সমসাময়িক সমাজের ভাবাদর্শগত জীবনে এর ভূমিকাকে উপলব্ধি করার পক্ষে অপরিহার্য।

এক. ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অর্থনৈতিক রূপগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ... অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা রাসায়নিক বিকারক কোন কাজে আসে না। সার নিষ্কাশনের শক্তিকে অবশ্যই এ দুটির স্থলাভিষিক্ত হতে হবে।

– মার্কস

"ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কাকে বলে" – এ প্রশ্নের উত্তর একটিমাত্র বাক্যেই দেওয়া যায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে এমন এক দার্শনিক শিক্ষা যা অখণ্ড ব্যবস্থা হিসাবে সমাজকে এবং সে ব্যবস্থার কাজকর্ম ও বিকাশের নিয়মসমূহকে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। আরও সংক্ষেপে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সমাজ বিকাশের দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এ সংজ্ঞাগুলি তর্কাতীত ভাবে যথার্থ হলেও একজন প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট বলে নাও মনে হতে পারে। তাছাড়া এই সংজ্ঞাগুলিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে সমাজকে অখন্ড ব্যবস্থা, তার অস্তিত্বের একটা নির্দিষ্টকালে তার গঠন, এই শেষত, যেসব বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে দর্শনকে পৃথক করে সেগুলি বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে পাঠকের আগে থেকেই একটা ধারণা আছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা তাই উদ্ভব ঘটিয়েছে নতুন সব প্রশ্নের। এই প্রশ্নগুলিকে কমপক্ষে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বিজ্ঞানটির বিশেষত্ব ও তার সেই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত যে পদ্ধতিগুলি একে অপরাপর বিজ্ঞান থেকে পৃথক করেছে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে এর বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা।

বিষয়বস্তু হচ্ছে অনুসন্ধেয় বিষয় বা তার বিভিন্ন দিক যাকে বিশেষ একটি বিজ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। বিষয়টি যদি জটিল হয় ও বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে জড়িত সামাজিক স্বার্থগুলি যদি বিভিন্ন ধরনের হয় তাহলে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান। এই ধরনের একটি বিষয় হচ্ছে মানব সমাজ – সমস্ত বিজ্ঞানই এর বিচার বিশ্লেষণ করে। সমাজ বিজ্ঞানগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অবশ্য একটা বিশেষ স্থানের অধিকারী। কোন বিশেষ একটি সামাজিক প্রতীত ব্যাপারের সঙ্গে এটি সংশ্লিষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যবহার শাস্ত্রের কথা বলা যেতে পারে যা আইনগত সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় আইনের একটা প্রধান অংশকে বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। কিংবা বলা যায় ভাষা

বিজ্ঞানের কথা যাতে ভাষায় বিকাশ ও তার ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নির্দিষ্টভাবে ইতিহাসের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নয়। ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করে সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়াসমূহ যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করা হয় এবং তা বিশেষ এক একটি ঘটনা থেকে (নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে যুদ্ধ, বিপ্লব, উপনিবেশীকরণ ইত্যাদির মত ঘটনাসমূহ থেকে) নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না। ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে ইতিহাসগত প্রক্রিয়ার নিয়মসমূহকে ও সেগুলিকেই বাস্তবভাবে বর্ণনা করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের করণীয় কাজ হচ্ছে পৃথক। সামাজিক আচার আচরণ এবং বিভিন্ন সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানের দরকার সমাজের গঠন ও তার বিকাশের সহজাত যুক্তিধারা সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ চেষ্টা করে ব্যতিক্রমহীন ভাবে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার সম্পাদিত সামাজিক কাজ, তার উদ্ভবের অবস্থা, তার বিভিন্ন সংস্থার গঠন এবং তার বিলোপ ঘটার প্রয়োজনীয় পরিবেশকে আবিষ্কার করতে।

সামাজিক গঠনের বিশেষত্ব, তার বিরোধসমূহের সাধারণ প্রকৃতি ও তা মীমাংসা করার পন্থা, কোন এক সামাজিক রূপ বিকশিত হওয়ার ইতিহাসগত প্রবণতা – এগুলিই হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যেহেতু একটি দার্শনিক শিক্ষা সেইহেতু তা দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের, বস্তু ও ভাবের মধ্যেকার, অস্তিমান পদার্থ ও চেতনার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করে।

যেহেতু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসগত প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ যুক্তিধারাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক জীবের বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তঃসংযোগের প্রধান নিয়মগুলিকে উদ্ঘাটন করে সেইহেতু এ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের পক্ষেও খাটে এমন একটি সাধারণ তত্ত্ব ও পদ্ধতি যোগায়। এই ধরনের একটি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব শুধু এই ঘটনা থেকেই নয় যে সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে পরিচালনাকারী নিয়মগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান নয় বরং সাধারণত সেগুলি সমাজ জীবনের উপরিতলগত প্রতীত ব্যাপার-সমূহের তলায় চাপা থাকে। যে কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। বিচার্য বিষয় এখানে এটাই যে বহু সামাজিক প্রতীত ব্যাপারের বাহ্যিক চেহারা তাদের আসল প্রকৃতির একেবারে বিপরীত বলে মনে হয়। চেতনায় এগুলির যথাযথ প্রতিফলনের পথে এটাই এক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে একজন অসতর্ক দর্শক পুঁজিবাদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি ভাবতে পারে ঃ একজন শিল্পোদ্যোগী একটা শ্রমশিল্পে কিছু টাকা বিনিয়োগ করলেন, কিছুদিন পরে এই টাকা থেকেই মুনাফা হিসাবে তাঁর কিছু আয় হল; একই সঙ্গে মালিকের ভাড়া করা শ্রমিকও মজুরী হিসাবে টাকা উপায় করল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, মালিকের আয়ের উৎস হচ্ছে টাকা (পুঁজি), আর শ্রমিকের আয়ের উৎস শ্রম। এ অবস্থায় মনে হবে প্রত্যেকেই তার ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে, আর এই গোটা ব্যবস্থাটাই খুব স্বাভাবিক। পুঁজিবাদী সমাজকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করলে কিন্তু এটাই দেখতে পাওয়া যাবে যে মালিকের আয় হয় শ্রমিকদের শোষণ করে এবং এটাও উদ্ঘাটিত হবে যে শ্রমিককে যে শ্রমের জন্য দাম দেওয়া হয় না বাস্তবে সেই শ্রম আত্মসাৎ করার উপরেই পুঁজির বেড়ে ওঠা ও মুনাফা অর্জন করার অলৌকিক ক্ষমতা নির্ভরশীল। সব সম্পদের এটাই হচ্ছে প্রকৃত উৎস।

সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যগুলি অর্জনের অভিমুখে অর্থাৎ সমাজকে ব্যাখ্যা করা, ভবিষ্যতের রূপ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ও অগ্রগতির প্রধান শক্তি সমূহকে শনাক্ত করার অভিমুখে শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনাকে ছাড়িয়ে যেতে হলে সামাজিক প্রতীত ব্যাপারসমূহ অনুসন্ধান করার একটা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব গড়ে তোলার পদ্ধতি থাকা দরকার। যা হোক, বহু শতাব্দী ধরে সমাজ বিজ্ঞান সমূহের বিকাশ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে এই ধরনের একটি পদ্ধতি ও এ রকম একটি তত্ত্ব গড়ে তোলার পথে এমন সব বাধা রয়েছে যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের অজ্ঞাত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মার্কসের আগে বহু সমাজ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন যে এমন একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি দরকার যিনি শুধু সামাজিক নিয়মসমূহকেই আবিষ্কার করবেন না, পরন্তু দৃষ্টান্তের শক্তিতে ও নিজের দৃঢ় প্রত্যয়ের জোরে ন্যায় ও সর্বজনীন মঙ্গলের আদর্শে সমাজকেরূপান্তরিতও করবেন। রবার্ট ওয়েন ও সেন্ট সাইমনের মত ব্যক্তিরা আজও পর্যন্ত মানবতা ও মানব সমাজের নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁদের ভাবধারার কল্পস্বর্গসুলভ প্রকৃতির জন্য তাঁদের দায়ী করা যায় না, কেননা তাঁরা এমন একটা ইতিহাসগত কালে বাস করতেন যে সময়ে সাধারণ সম্পত্তিহীন মানুষের মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে সবে প্রলেতালিয়েতের অভ্যুদয় ঘটছে। তখনো পর্যন্ত তারা ছিল নিপীড়িত ও অসহায় একটা সামাজিক স্তর, তাদের সুপ্ত শক্তি ও ইতিহাসগত ব্রত তখনো পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নি। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কল্পস্বর্গবাদীদের সামাজিক তত্ত্বগুলিকে বড় জোর অপরিণত বলে গন্য করা যেতে পারে, এই তত্ত্বগুলি শ্রেণী

সম্পর্কের অপরিণত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।*

সমাজের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সৃষ্টির জন্য একজন বিরাট চিন্তাশীল ব্যক্তির যে প্রয়োজন ছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দরকার ছিল আরো অনেক কিছুর। এর জন্য দরকার ছিল সামাজিক সম্পর্কসমূহই এমন ভাবে পরিবর্তিত হওয়া যা এই ধরনের তত্ত্ব সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলবে। কেননা, এ রকম একটি তত্ত্ব সৃষ্টি হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধাটি ছিল তত্ত্বের বাইরে আর তার শিকড় নিহিত ছিল সম্পর্কের সেই ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে সামাজিক শ্রেণী, বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি ও গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজের নিজের তত্ত্বে শুধুমাত্র আপন আপন শ্রেণী ও সামাজিক অংশের সংকীর্ণ স্বার্থকেই প্রকাশ করত।

সমাজ বিকাশের বিষয়গত প্রবণতা যাতে যথোপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হয় তার জন্য বিশ্ব অঙ্গনে এমন একটা শ্রেণী অভ্যুদিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত স্বার্থগুলি সমগ্র সমাজের বিকাশ ঘটার প্রগতিশীল প্রবণতার সঙ্গে মিলে যায়। সে হবে এমন একটা শ্রেণী সমাজ বিকাশের বিষয়গত নিয়মসমূহ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে যে একটা ঝুঁকি নেবে। নিজ অধিকারই রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিপ্লবী গণসংগ্রাম করতে সমর্থ এই রকম একটা শ্রেণীর (প্রলেতারিয়েতের) আবির্ভাব যখন ঘটল একমাত্র তখনই সম্ভব হল বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক তত্ত্বের সৃষ্টি। যে প্রতিভাধর ব্যক্তিরা এই নতুন বিপ্লবী শ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করলেন, এবং শুধুমাত্র তাঁদের সমসাময়িক দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজবাদী তত্ত্বের স্তরকে ছাড়িয়ে যেতেই তাঁরা সমর্থ হলেন না, তাঁদের কালের সমস্যা সমূহকেও মীমাংসা করতে সমর্থ হলেন, তাঁদের রচনাবলীই লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী কাজকর্মে বাস্তব পথ নির্দেশ যোগায়।

অন্যান্য সব বিজ্ঞানের মতই ঐতিহাসিক বস্তুবাদও হাওয়ায় উড়ে আসে নি। মার্কস ও এঙ্গেলসকে এর জন্য পূর্ববর্তী সমাজচিন্তার একটা প্রধান অংশের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। মার্কসবাদ সমাজ বিজ্ঞানে বিপ্লব সাধন করেছে। প্রাক মার্কসবাদী সমাজবিদ্যার অন্তর্নিহিত মূল সূত্রের দিকে এবং প্রধানত সমাজ সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণা ও ইতিহাসগত অগ্রগতির শক্তিসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই বিপ্লবের বিশালতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারা যাবে।

মার্কসের আগে সমাজ-চিন্তাবিদগণ সমাজকে ব্যক্তি মানুষের সমষ্টি বলে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজগঠনকারী ব্যক্তিমানুষকে আলাদা আলাদা ভাবে এবং সর্বোপরি যাকে তাঁরা ইতিহাসগত অগ্রগতির চালিকা শক্তি বলে মনে করতেন ব্যক্তি মানুষের সেই চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই শুধুমাত্র সমাজকে বোঝা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটল কিভাবে এবং কেনই বা সেটা এত দৃঢ়মূল? প্রথমত, চেতনা, মানুষের যুক্তিবুদ্ধি এবং মানসিক ক্রিয়াকলাপকে উপরে উপরে দেখালে এটা অবশ্যই মনে হয় যে কোন ব্যক্তিমানুষের কাজকর্মের পেছনে সেগুলিই হচ্ছে প্রধান চালিকা শক্তি। মানুষের প্রতিটি কাজের সঙ্গে থাকে একটি আদর্শ লক্ষ্যের বিচারে সে সম্পর্কে চিন্তন ও মূল্যায়ন। এই সব থেকে সম্ভবত এটা মনে হয়েছিল যে ব্যক্তি মানুষের ঝোঁক, ধারণা, ইচ্ছা ও অহঃবোধই সমাজ বিকাশের ভিত্তি। সমাজের জীবনে রাষ্ট্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এ ঘটনা এই ধারণার জন্ম দেয় যে ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারিত হয় শাসকবর্গের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় দিয়ে (সে জার, রাজা বা সংসদ, সরকারী পরিষদ ইত্যাদির মত অন্য যে কোন শক্তি হতে পারে)। একই ধারণা সেই সব তত্ত্বেরও তলায় রয়েছে যে তত্ত্বগুলি ব্যক্তিমানুষের আচার আচরণ ও সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণকারী এক অতিপ্রাকৃত শক্তিকে স্বীকার করে নেয়। দার্শনিকেরা এই শক্তি আরোপ করতেন পরম তত্ত্ব বা ভাবের (এ্যাবসোলিউট আইডিয়া) উপর, ব্রহ্মবাদীরা সেটা আরোপ করতেন ঈশ্বরের উপর। যখনই সাধারণভাবে ইতিহাসকে প্রধানত সমাজের জ্ঞানাণুশীলনের, যথা দর্শন, ধর্ম ও শিল্পকলার ইতিহাস হিসাবে বিচার করা হয় এবং যখনই ভাবধারা ও আত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্পর্কসমূহকে সমাজের ও ইতিহাসগত প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হিসাবে দেখা হয় তখনই এই ধরনের একটি ভাববাদী সিদ্ধান্ত অনিবার্য। যে কালে শিক্ষা ও আত্মাৎকর্ষকেই উন্নততর সমাজ আনয়নের পন্থা হিসাবে বাতলানো হত সে সময়ে ইতিহাস সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসগত অগ্রগতির সারবস্তু ও ধরন সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে পরিচালিত করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজকে বৈষয়িক উৎপাদনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে এক সম্পর্ক-ব্যবস্থা বলে গণ্য করলেন, এবং এই বৈষয়িক সম্পর্ককে অন্যান্য সব সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে দেখালেন। এইভাবে, ব্যক্তি মানুষের অস্পষ্ট শাশ্বত গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হল বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকারী ও বিরোধে লিপ্ত বড় বড় সামাজিক গোষ্ঠীর গুণাবলী। যার সম্পর্কে কেউ জানে না যে সে কবে ও কেমনভাবে আবির্ভূত হল এবং যার অবস্থিতি সমাজের বাইরে সেই রহস্যময় শক্তি পরম তত্ত্ব বা ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হলো মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনা বিকাশের বিষয়গত

* এঙ্গেলস, অ্যান্টি ড্যুরিং, মস্কো ১৯৬২, পৃ. ৩৫-৫২ দ্রষ্টব্য

নিয়মসমূহ। বিশিষ্ঠ ব্যক্তি মানুষের কাজকর্ম সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করার বদলে সেই ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হলো যারা তাদের দৈনন্দিন শ্রমে সমাজের সমস্ত বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে, আর এই ভাবে বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, ধর্ম ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজকর্মের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্ব প্রথম সেই সব কোটি কোটি মানুষের বৈপ্লবিক কাজকর্মকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন, যারা না থাকলে ও সংগ্রাম না করলে, সামাজিক রূপের পরিবর্তন ও সে কারণে সামাজিক অগ্রগতি অসম্ভব হত। সংক্ষেপে, এই গুলিই হচ্ছে মূল পার্থক্য, যা মার্কসবাদী সামাজিক তত্ত্বকে মার্কসের আগেকার সমাজতান্ত্রিকদের তত্ত্বগুলি থেকে পৃথক করে রেখেছে, এই পার্থক্যগুলিই এটা জোরের সঙ্গে বলার ভিত্তি যোগায় যে মার্কসবাদের অভ্যুদয় সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক মোড় পরিবর্তনের সুচনা করেছে।

দুই. ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীত পক্ষে, তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নির্ধারণ করে থাকে।
মার্কস

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বলতে কি বোঝায়? এঙ্গেলস তাঁর **ল্যুডভিক ফয়ারবাখ এ্যান্ড দ এণ্ড অব ক্লাসিকাল জার্মান ফিলসফি** গ্রন্থে "বস্তুবাদ" ও "ভাববাদ" শব্দ দুটির অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে সত্তার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক। যে ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হয় সেটাই দার্শনিকদের বস্তুবাদী ও ভাববাদী এই দুইভাগে ভাগ করে থাকে। বস্তুবাদীরা মনে করেন জড়বস্তু, প্রকৃতি ও সত্তা হচ্ছে প্রথম, আর আত্মা, ধারণা ও চেতনার স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। বিপরীত পক্ষে, ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন যে আত্মা, ধারণা ও চেতনার স্থান হচ্ছে প্রথম, আর জড়বস্তু, প্রকৃতি ও সত্তা হচ্ছে দ্বিতীয় ও উদ্ভবের কারণ নির্ণায়ক।*

বস্তুবাদের মূল ধারণা হচ্ছে এই যে, সত্তা হচ্ছে প্রথম এবং তাই চেতনাকে নির্ধারণ করে থাকে। "সত্তা" সম্পর্কে ব্যাপকতম দার্শনিক ধারণার প্রতিকল্প হিসাবে সংকীর্ণতর ও আরো নির্দিষ্ট ধারণা "সামাজিক সত্তা"-কে এবং "চেতনা"-র প্রতিকল্প হিসাবে "সামাজিক চেতনা"-কে গ্রহণ করা যেতে পারে। সামাজিক সত্তা হচ্ছে প্রথম এবং তা-ই সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে। এটিই হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য।

মানুষের চেতনা তার সত্তার উপর নির্ভরশীল, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী মতবাদের এই সূত্রের তাৎপর্যকে মূল্যায়ন করে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে এর আপাত সারল্য সত্ত্বেও এ তার প্রথম সিদ্ধান্তেই ভাববাদের সবরকম, এমন কি সবচেয়ে প্রতারণাপূর্ণ রূপগুলির উপরে মারাত্মক আঘাত হানে। মার্কসের আগে যা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হত সেই সমস্ত ইতিহাসগত বিষয় সম্পর্কে আগেকার চিরাচরিত ও প্রথাগত মতামতকে এ উল্টে দেয় এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার চিরাচরিত ধরনকে বিনষ্ট করে।**

সামাজিক চেতনার উপর সামাজিক সত্তার প্রাধান্য এই সরল ও সকলের জানা ঘটনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে রাজনীতি বা বিজ্ঞান, দর্শন অথবা শিল্পকলা চর্চার আগে মানুষকে অবশ্যই খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় পেতে হবে। এই ঘটনা এটাও দেখিয়ে দেয় যে জীবনযাত্রার বৈষয়িক উপায়ের উৎপাদন হচ্ছে সেই ভিত্তি যার উপর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন সংক্রান্ত মতামত এবং দৈনন্দিন ও দার্শনিক ও তত্ত্বগত ধারণাসমূহ বিকাশ লাভ করে। যে কোন সমাজে বিভিন্ন ধরণের যে একগাদা সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয় তার মধ্যে থেকে মার্কস বৈষয়িক সম্পর্ককে বেছে নিয়েছিলেন এবং এইভাবে সামাজিক সত্তার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সামাজিক বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-বিকাশের নিয়মগুলি অনুসরণ করে। প্রকৃতির নিয়মের মতই এগুলি হচ্ছে বিষয়গত এবং তা মানুষের ইচ্ছা বা চেতনা-সাপেক্ষ নয়। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে এগুলি শুধুমাত্র সামাজিক জীবনে রূপায়িত হয়, আর তা হয় শুধুমাত্র মানুষের কাজকর্মের মাধ্যমে। মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ জীবনের নিয়মগুলিকে ও যা সেই নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ থেকে পৃথক করে রাখে তার সুনির্দিষ্ট সেই দিকগুলিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই

*** দুই খণ্ডে সংকলিত মার্কস ও এঙ্গেলস'এর নির্বাচিত রচনাবলীর ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য।**

**** মার্কস, এ কনট্রিবিউসান টু দ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, মস্কো, ১৯৭০ পৃঃ ১২০-২১ দ্রষ্টব্য।**

যে তাতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গত নিয়মসমূহকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এরই বিপরীতে বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা হয় ইতিহাসগত নিয়মসমূহকে দেখে বিষয়গতভাবে, নয় তো তাদের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদের পক্ষপাতমূলক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে থাকে। বিষয়গত ঐতিহাসিক নিয়ম যদি না থাকে এবং সমাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য যদি শুধু ঘটনা বর্ণনা করা হয় তাহলে স্পষ্টতই কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হতে পারে না ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যা সেটা হল এই যে, সেক্ষেত্রে তেমন বিষয়গত তত্ত্ব গড়ে তোলার কোন সুযোগ থাকে না যে তত্ত্ব সমাজের প্রাগ্রসর অংশের বৈপ্লবিক কাজ কর্মের নকশা যোগাবে।

যারা মার্কসবাদের পরম শত্রু সেই বুর্জোয়া ভাবাদর্শবিদদের বিরুদ্ধে নয়, পরন্তু যারা বিষয়ানুগত্যের আড়ালে সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী মতবাদকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করে কিংবা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করার প্রয়োজনীয়তাকে এ তুলে ধরে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার মৌলিক নীতিগুলি মার্কস ও এঙ্গেলস **দ জার্মান ইডিওলজি** গ্রন্থে সূত্রায়িত করেন। এ গ্রন্থে সমাজ বিদ্যাগত বিচার বিশ্লেষণের একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতিও দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার কাঠামো হিসাবে বর্তমান লেখক এই পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নতুন ধারণাটির রূপরেখা রচনা করতে গিয়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা লিখেছেন ঃ "খোদ জীবনের বৈষয়িক উৎপাদন থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রকৃত প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার এবং সব ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে এর সঙ্গে যুক্ত ও উৎপাদনের এই ধরন (অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ) কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক আদান প্রদানের রূপ উপলব্ধি করার ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যের উপর ইতিহাস সম্পর্কিত এই ধারণা নির্ভর করে; এবং রাষ্ট্র হিসাবে এর কাজকর্মের মধ্যে একে দেখানো, বিভিন্ন তত্ত্বগত রচনাকে ও চেতনা, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদির রূপকে ব্যাখ্যা করা, আর সেই ভিত্তি থেকে সেগুলির উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকে খুঁজে দেখার সামর্থ্যের উপরেও সেটা নির্ভর করে; এই উপায়ে অবশ্য গোটা বিষয়টিকে তার সমগ্রতায় (এবং সেজন্য এইসব বিভিন্ন দিকের পরস্পরের উপর ব্যতিহার মূলক ক্রিয়াকে) বর্ণনা করা যেতে পারে। ইতিহাসের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মত একে প্রত্যেকটি কালপর্বে সমবৈশিষ্ট্যযুক্ত বস্তুর সন্ধান করতে হয় না, বরং ইতিহাসের প্রকৃত **ভিত্তির** উপর নিয়ত বিদ্যমান থাকে; এ ভাব থেকে বাস্তব কাজকে ব্যাখ্যা করে না, বরং বৈষয়িক কাজ থেকে ভাবের গঠনকে ব্যাখ্যা করে থাকে।"*

অতএব, এর ভিত্তিকে, বৈষয়িক উৎপাদনকে, বিচার বিবেচনা করে সমাজের বর্ণনা শুরু করা যাক।

তিন. বৈষয়িক উৎপাদন ঃ সমাজ বিকাশের ভিত্তি

অন্ততপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বৈষয়িক উৎপাদনকে সমাজের ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রথমত, মানব সমাজের আবির্ভাবেরই ভিত্তি হিসাবে। দ্বিতীয়ত, যে কোন ইতিহাসগত সামাজিক রূপের বৈষয়িক ভিত্তি হিসাবে। এবং তৃতীয়ত, একটি নতুন রূপের সামাজিক সংগঠনে উত্তরণের প্রয়োজনীয় শর্ত, প্রগতিশীল সমাজ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে। একে একে এর সবগুলিকে বিচার করে দেখা যাক।

১. বৈষয়িক উৎপাদন ঃ মানব সমাজের আবির্ভাব ঘটার ভিত্তি

> সেইসব ব্যক্তি মানুষের প্রথম ইতিহাস যে কাজ পশুর থেকে তাদের পৃথক করেছিল তা এই নয় যে তারা চিন্তা করতে পারে বরং এই যে তারা তাদের জীবন ধারণের উপায় উৎপাদন করতে শুরু করল।
>
> মার্কস ও এঙ্গেলস

আজকাল অধিকাংশ লোকই মানুষ ও নরাকার বানর যে অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে একথা স্বীকার করেন। কিন্তু কেউই প্রক্রিয়ার সেই সব দিককে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি যে সব দিক নৃকুলউদ্ভববিদ্যাকে (এ্যানথ্রোপজেনেসিস)** তার সমগ্রতা নিয়ে বোঝার জন্য দরকারী। কিছু লোক এই সহজ সরল মতটিকে গ্রহণ করেন যে, নরাকার বানরের কোন

* মার্কস ও এঙ্গেলস 'দ জার্মান ইডিওলজি' মস্কো, ১৯৬৪, পৃঃ ৪৯-৫০

** নৃকুলউদ্ভববিদ্যা (এ্যানথোপজনেসিস) – মানুষের উদ্ভব ও বিকাশের অধ্যয়ন।

কোন প্রজাতি ক্রমে পাথর ও লাঠি ব্যবহার করতে থাকে, ক্রমে তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে ও ভাষার মাধ্যমে ভাব আদান প্রদানের ক্ষমতা জন্মায়, এবং এইভাবে তারা ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে ওঠে। এটাই ছিল চালর্স ডারউইন'এর মত।

অবশ্য বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি ঘটল, ততই মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে ডারউইন-তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বেশি করে স্পষ্ট হতে থাকল, কেননা, নির্দিষ্টভাবে যে সব মৌলিক গুণাবলী মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করেছে সেগুলির উদ্ভবের কারণ এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে নি। একমাত্র মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক-শ্রমের তত্ত্ব দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নৃকুলউদ্ভববিদ্যার এই নতুন তত্ত্ব দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নৃকুলউদ্ভববিদ্যার এই নতুন তত্ত্ব সর্বপ্রথম দিলেন এঙ্গেলস তাঁর **দ পার্ট প্লেড বাই লেবার ইন দ্য ট্রানজিসান ফ্রম এপ টু ম্যান** প্রবন্ধে।

প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে বিশ্বের একটা বিশাল এলাকা জুড়ে আবহাওয়ার এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের বিরাট বিরাট বলয় বিনষ্ট হয়ে যায়। সেখানে যারা বাস করত তাদের আশ্রয় নিতে হল মাটিতে এবং পরিবর্তন করতে হল জীবন যাত্রার ধরনকে। এই নতুন অবস্থার সঙ্গে তাদের নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হলো, আগে যে ধরনের খাদ্য পাওয়া যেত, এ সময়ে তা আর মিলত না। সব প্রজাতির জীব এই কঠিন পরীক্ষায় টিঁকতে পারল না। এদের মধ্যে অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। আদিম অরণ্য অধিবাসীদের মধ্যে এক প্রজাতির নরাকার বানর নিজেকে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিল এই অবস্থার সঙ্গে। আর খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করতে সক্ষম না হওয়াতে এরা বেঁচে রইল বড় অথবা যুথবদ্ধ শিকার করে। এটা করা যেত একমাত্র যৌথভাবে এবং বিশেষ ধরনের অস্ত্র যথা, গদা বা বল্লমের সাহায্যে। নিয়মিতভাবে শিকার করার জন্য দরকার শিকার করার হাতিয়ার নিয়মিতভাবে উৎপাদন করা, এর জন্য আবার দেখা দিল শিকারের অস্ত্রপাতি উৎপাদন করার জন্য বিশেষ হাতিয়ার তৈরীর করার প্রয়োজন। প্রথম যে কাটার সাধিত্র দেখা দিল সেটা পাথরের পাতলা টুকরোর অতিরিক্ত কিছু নয়। শ্রমের সেই প্রাথমিক সাধিত্র যত আদিমই হোক না কেন, সেগুলিই জৈব প্রকৃতির ইতিহাস এবং মানব সমাজের উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত করেছিল।

পশু ও মানুষের পূর্বপুরুষেরা খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে প্রধান কাজগুলি করত সেগুলি তুলনা করে দেখা যাক (১নং চিত্রলেখ দ্রষ্টব্য)। যে নির্দিষ্ট ধরনের কাজকর্ম পশুরা করত না (পাথরের হাতিয়ার ও শিকারের অস্ত্র তৈরী করা) সেগুলিই আমাদের সেই সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের শুধু যে বেঁচে থাকতেই সক্ষম করেছিল তা নয়, বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে – সামাজিক উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় করতে সক্ষম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হয়ে উঠতে – সক্ষম করেছিল।

১নং চিত্রলেখ

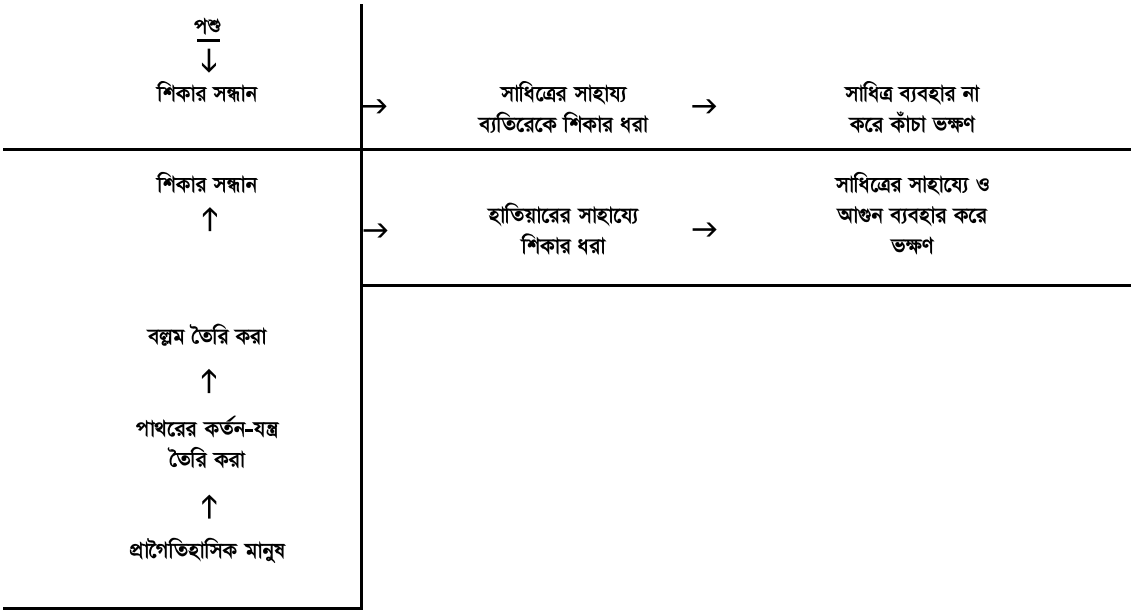

এটা সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে যে এমনকি সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরেও সামাজিক উৎপাদন দুটি স্পষ্ট শ্রেণীতে পড়ত – উৎপাদনের উপায়সমূহের উৎপাদন ও অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন। অতিরঞ্জনের ঝুঁকি না নিয়েই বলা যেতে পারে যে আদিম সমাজের জীবনে আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের দ্বারা সরলতম পাথরের কর্তন-যন্ত্র নির্মাণের কাজটির তাৎপর্য আধুনিক সমাজে মেসিন নির্মাণ শিল্পের তাৎপর্যের সমান, যদিও একটি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও একটি আদিম পাথর কাটার হাতিয়ারের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

এই নতুন ধরনের কার্যকলাপের – হাতিয়ারসমূহের রূপদানের – আবির্ভাব পরিবেশগতভাবে খাপ খাইয়ে নেবার গোটা প্রকৃতিকেই মূলগতভাবে বদলে দিয়েছিল। এইসব পরিবর্তনের চরিত্রটি খুব সঠিকভাবে প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত নৃ-বিজ্ঞানী ওয়াই. রোগিন্স্কি। পূর্বতন উষ্ণ মেরু অঞ্চলের অতি কঠিন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য মেরু ভল্লুকের পূর্বপুরুষদের তার গায়ের রঙ বদলাতে হয়েছিল, তার চামড়ায় নরম পালকসদৃশ একটা লাইনিং গজাতে দিতে হয়েছিল, চামড়ার নীচে চর্বির একটা আস্তরণ গড়ে তুলতে হয়েছিল এবং জলের নীচে সাঁতরে মাছ ধরা শিখতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে, মানুষের পূর্বপুরুষ পাথরের হাতিয়ার বানাতে শুরু করেছিল যা দিয়ে সে মেরু ভল্লুক শিকারের অস্ত্র তৈরী করত, এই ভল্লুকের মাংস খেত, তার চামড়া পরিধান করত ও তার চর্বি পুড়িয়ে বাসস্থল গরম রাখত।

অতএব, বৈষয়িক উৎপাদন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মূলগতভাবে বদলে দিয়েছিল। অচেতন ভাবে খাপ খাইয়ে নেবার বদলে ক্রমশ ক্রমশ পৃথক পৃথক বস্তুর বিষয়গত ধর্ম ও পরে প্রকৃতির নিয়মসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রকৃতিকে বশ করা শুরু হয়েছিল। বৈষয়িক উৎপাদন যোগাযোগের নতুন নতুন উপায় এনে দিয়েছিল। এর প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে প্রাক্-মনুষ্যদের শুধু জৈব প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী পুরনো সংকেতগুলির স্থান নেবার জন্য নতুন সংকেত ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হল। শ্রম সাধনের সরঞ্জামের মতই ভাষাও ছিল সমষ্টি সংগঠনের মধ্যে সঞ্চিত শ্রম সম্পর্কিত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ও হস্তান্তরিত করার এক বড় উপায়।

যেখানেই ও যখনই উৎপাদনের উপায়সমূহের, অর্থাৎ এমন সব বৈষয়িক জিনিষের উৎপাদনে ব্যবহৃত বস্তুর উৎপাদনের প্রক্রিয়ার বাইরে যার কোন অর্থ নেই ও কোন প্রয়োজন মেটায় না, উৎপাদন হয় তখনই ও সেখানেই ঠিক যথাযথ অর্থে উৎপাদন ঘটে। মানুষের শ্রম তৎপরতা এবং কোন কোন জন্তু কর্তৃক প্রাকৃতিক বস্তুকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের মধ্যে এটি হল মৌল পার্থক্য। জন্তুদের ক্ষেত্রে, হাতিয়ারের ব্যবহার শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার বা ফলমূল আহরণের জন্য মাঝে মাঝে পাথর, লাঠি বা হাড় ব্যবহার করার মধ্যে, কিংবা যেমন বীভরদের ও কাপুচিন বাঁদরদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী কাজকর্মের (প্রথমোক্তরা বাঁধ বানায় ও শেষোক্তরা বাদাম ভাঙ্গার জন্য পাথর ব্যবহার করে) মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন নির্দিষ্ট ধরনের কাজকর্মের জন্য মানুষের নেই কোন সহজাত সামর্থ্য। তাকে তার ব্যক্তিগত বিকাশের অংশ হিসাবে অতি অবশ্যই বাক্শক্তিতে পারদর্শী হতে হবে এবং শ্রম সাধনের সাধিত্রের ব্যবহার শিখতে হবে, এবং একমাত্র শ্রম দক্ষতা ও সমষ্টি সংগঠনের সঞ্চিত সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরেই শুধু সে প্রকৃত অর্থেই মানুষ হয়ে ওঠে। ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্ব পর্যন্ত একটি জৈব প্রজাতি হিসাবে মানুষের শারীরগত বিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু, মোটামুটি ৪০ হাজার বছর আগে আধুনিক ধরনের মানুষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং একটা জৈব প্রজাতি হিসাবে মানুষের বিকাশ বন্ধ হয়। মানুষের বংশগতি এমনই যে সে কাজ করতে এবং চিন্তাশীল জীব হয়ে উঠতে সমর্থ। কিন্তু, এইসব সুপ্ত প্রতিভা বাস্তবায়িত হবার উপায়সমূহ নিহিত থাকে মানুষের অবয়বের বাইরে এবং এগুলির বাস সমাজের বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক সংস্কৃতির মধ্যে। জন্ম থেকে সকল মনুষ্যের থাকে কথা বলার একটি অঙ্গ, কিন্তু সমাজে বাস করেই এবং অন্যান্য মনুষ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমেই একমাত্র ভাষা শেখা যায়। শ্রম সাধনের সাধিত্র চালাতে সমর্থ দুটি হাত নিয়েই সব মানুষ জন্মায়। কিন্তু একজন বিশেষ ব্যক্তি রাজমিস্ত্রী হবে, না চাষী বা লেখক হবে তা তার হাতের গড়নের উপর নির্ভর করে না। সব মানুষেরই আছে চিন্তা করতে সমর্থ মস্তিষ্ক। একজন মানুষ সারা জীবন ধরে নিরক্ষর, অজ্ঞ ও সংকীর্ণমনা জীব থেকে যাবে, না সে সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের শিখরে পৌঁছে যাবে তা নির্ভর করে প্রথমত যে সামাজিক পরিবেশে সে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হয়েছে তার উপর, তার মস্তিষ্কের গড়নের উপর নয়।

মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে লিখতে যেয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন যে ব্যক্তির যে-প্রথম ঐতিহাসিক কাজটি তাকে জন্তুদের থেকে স্বতন্ত্র করে তা এ নয় যে তারা চিন্তা করে, বরং তা হল এই যে তারা বেঁচে থাকার উপায়-উপকরণ উৎপাদন করতে শুরু করে।* অতি সংগঠিত জীবদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল সমাজের আবির্ভাবের পূর্ব প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু সমাজ

* মার্কস ও এঙ্গেলস, জার্মান ইডিওলজি, মস্কো, ১৯৬৪ পৃঃ ৩৯।

গড়ে উঠেছিল তার নিজের ভিত্তির উপরে, বৈষয়িক উৎপাদনের ভিত্তির উপরে। সংগঠিত সমাজ জৈব নয়, বরং ঐতিহাসিক বিকাশের ফল। উৎপাদনের যে পূর্ববস্থা প্রথমে ছিল প্রাকৃতিক উৎসজাত তা উৎপাদনের প্রক্রিয়ার বিকাশের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ও সামাজিক হয়ে উঠে উঠেছে, এবং উৎপাদন এখন তার নিজস্ব কৃতিত্বসমূহের ফলাফলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. বৈষয়িক উৎপাদন ঃ সমাজের ভিত্তি

মার্কস মানুষের ইতিহাসে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন; তিনি এই সরল সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন ... যে মনুষ্যজাতিকে সর্বাগ্রে অতি অবশ্যই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে, তার আশ্রয় ও পোষাক থাকতে হবে, তার পরে সে রাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম শিল্পকলা ইত্যাদির চর্চা করতে পারে।

এঙ্গেলস

বৈষয়িক উৎপাদন বলতে কি বোঝায় পাঠকের অবশ্যই সে-সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে। কিন্তু, এবার আমরা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে পরিদৃষ্ট উৎপাদন থেকে পৃথক একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। স্বভাবতই আমরা মেসিন, প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপন্ন দ্রব্যের মান ইত্যাদির প্রশ্নটি বাদ দেব। কারণ আমরা যদি সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি উদ্ঘাটন করতে চাই তাহলে বিমূর্ত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

বৈষয়িক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবেচনা দিয়ে শুরু করা যাক। শ্রম প্রয়োগের বস্তু, শ্রম সাধনের সাধিত্র, এবং অবশ্যই এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ শ্রমিক – এগুলি হল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। টেবিলের মত এত সহজ একটি বস্তুর উৎপাদনের জন্য দরকার হয়, প্রথমত কাঠের বোর্ড (শ্রম প্রয়োগের বস্তু), দ্বিতীয়ত ওয়ার্ক বেঞ্চ, রেঁদা, করাত, হাতুড়ি ও শ্রম সাধনের অন্যান্য সাধিত্র, এবং তৃতীয়ত সূত্রধর, অর্থাৎ টেবিল বানাতে সমর্থ ব্যক্তি। মনে হবে, পৃথকভাবে ধরলে তিনটির প্রতিটি শর্তের কোন সম্পর্ক নেই টেবিলের সঙ্গে। এই আন্তঃসম্পর্ককে উদ্ঘাটন করতে হলে সূত্রধরের জীবন্ত শ্রমের অবশ্য করণীয় হবে শ্রম প্রয়োগের বস্তু (বোর্ড) ও শ্রম সাধনের সাধিত্রকে (রেঁদা, করাত ইত্যাদি) একটি অখণ্ড প্রক্রিয়ার মধ্যে একত্রে মিলিত করা। এই সম্পর্কটি ২নং চিত্রলেখে দেখানো হল।

২নং চিত্রলেখ

এই চিত্রলেখটি সফল উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদনগুলিকে তুলে ধরছে। পরপর প্রতিটি উপাদন নিয়ে আলোচনা করা যাক। মার্কস শ্রমের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলে যে এ এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ তার কার্যকলাপের মাধ্যমে তার নিজের ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর বিনিময়কে জ্ঞাপন করে, নিয়ন্ত্রিত করে ও সংযত করে। প্রকৃতির শক্তি হিসাবে মানুষ প্রকৃতির সম্পত্তির বিরুদ্ধ পক্ষ। নিজ প্রয়োজনের উপযোগী করে প্রকৃতির সম্পত্তিকে ভোগদখল করার জন্য মানুষ তার দেহের প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে, অর্থাৎ হাত ও পা, মস্তিষ্ক ও আঙ্গুলকে, ক্রিয়াশীল করে তোলে।

শ্রমিক হিসাবে মানুষ যে-কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য, বস্তুত প্রধান শর্ত। সূত্রধরকে বাদ দিলে আসবাবপত্র হবে না, চাষীকে বাদ দিয়ে ফসল হবে না, খনি শ্রমিককে বাদ দিয়ে কয়লা হবে না। বলা দরকার যে জীবন্ত শ্রম সব সময়ই বাস্তব রূপ নেয়। সূত্রধর, রুটি প্রস্তুতকারক বা দর্জির কাজ, এবং কাজের ফল সব সময়ই বাস্তব জিনিস – তা হল টেবিল, পাউরুটি বা স্যুট। একজন শ্রমিকের শ্রম যে অবস্থায় শ্রম সাধন করা হচ্ছে তার, দক্ষতা ও পদ্ধতির প্রকৃতির, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শ্রম সাধনের কোন ধরনের সাধিত্রের ব্যবহার হচ্ছে তার বিচারে হয়ত অপর ব্যক্তির শ্রম থেকে যথেষ্টরূপে ভিন্ন হতে পারে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যবহৃত শ্রমের সরঞ্জাম ও উপায়সমূহের মধ্যেকার পার্থক্য সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যে রুটি খাই তা একশো বা হাজার বছর আগে যা ছিল মোটামুটি আজও তাই আছে।* কিন্তু যেসব সরঞ্জামের সাহায্যে দানা ফসল ফলানো হয় এবং রুটি তৈরী করা হয় তা বিগত বছরগুলিতে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। আদিম মানুষের চোখা লাঠি, নিড়ানি সদৃশ পাথরের দা, লোহার নিড়ানি, কাঠের লাঙল,

* নির্ভুলতার খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে ঈষ্টযুক্ত পাউরুটি ৯ম-১১শ শতকের আগে পর্যন্ত ইউরোপে বহুল প্রচলিত ছিল না।

এবং সবশেষে আধুনিক চাষীর ইস্পাতের লাঙল – বোনার জন্য জমি তৈরী করার উদ্দেশ্যে নানা কালে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়েছে এগুলি তার কয়েকটি মাত্র। অনুরূপভাবে, ধাতু, কয়লা, বস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলিরও

সারণি

টানার শক্তি	জমি চাষের সাধিত্র	ফসল তোলার সাধিত্র	পেষাই সাধিত্র	সেঁকার উপায় উপকরণ
মানুষ	লাঠি পাথরের নিড়ানি লোহার নিড়ানি	পাথরের ছুরি পাথরের কাস্তে লোহার কাস্তে	পাথরের তৈরি হাতে ঘোরানো যাঁতা	তপ্ত পাথর আদিম উনুন
ষাঁড় ঘোড়া মোষ	কাঠের লাঙল	লোহার কাস্তে মেকানিক্যাল হার্ভেস্টার	উইণ্ড মিল ও জলস্রোত-চালিত কল বাষ্পচালিত কল	অগ্রসর ধরনের উনুন
ট্রাক্টর	ইস্পাতের লাঙল	কম্বাইন হার্ভেস্টার	বিদ্যুৎচালিত কল	বৈদ্যুতিক উনুন

নিজস্ব ইতিহাস আছে। আদিম চুল্লি ও স্বয়ংচালিত ব্লাস্ট ফার্ণেসের মধ্যে, একটি অমসৃণ গাঁইতি ও আধুনিক কয়লাকাটা যন্ত্রের মধ্যে, সাট্‌লযুক্ত ফ্রেম ও স্বয়ংচালিত বয়নযন্ত্রের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে, এবং এসব তুলনা থেকে এটা বেরিয়ে আসবে যে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় উৎপন্নদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত শ্রম সাধনের সাধিত্রগুলির ধরন এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়ার লেখকদের সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতির ও প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের মাত্রার মধ্যে একটা মৌল সম্পর্ক রয়েছে। মার্কস এর সারসংক্ষেপ করেছিলেন তাঁর এই মর্মে স্মরণীয় উক্তির মধ্যে যে, কি উৎপাদিত হচ্ছে তা নয়, বরং কিভাবে এ উৎপাদিত হচ্ছে এবং কোন কোন শ্রম-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাই ঐতিহাসিক যুগসমূহের মধ্যে পার্থক্য ঘটায় *

সবশেষে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শেষ উপাদানটি, অর্থাৎ শ্রমজাত ফল – যার মধ্যে যাবতীয় উৎপাদন কর্মের পরিণতি ঘটে – নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ হল বাস্তবায়িত উৎপাদন-লক্ষ্য, যে চিন্তাধারা পূর্বে শুধু শ্রমিকের মনে বিদ্যমান ছিল তার বাস্তবায়ন ও মূর্ত রূপ। এর সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত সবগুলি উপাদান অপর রূপে এক নতুন জীবন উৎপাদন করার জন্য আত্মলোপ করেছে। উৎপন্ন সামগ্রীটি শ্রম প্রয়োগের বস্তুর ধর্মসমূহ শ্রম সাধনের সাধিত্রসমূহের প্রকৃতি, জীবন্ত শ্রমের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলিকে প্রতিফলিত করে (এমনকি শ্রমিকের জীবন যাপনের সাধারণ অবস্থা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীও প্রতিফলিত হয়)। হিয়াওয়াথা কিভাবে তার ক্যানো তৈরি করেছিল তা মনে আছে তো? তার যা কিছু দরকার হয়েছিল সবই সংগ্রহ করেছিল বন থেকে ঃ বার্চ গাছের বাকল, সেডার গাছের ডাল, ফার গাছ থেকে রজন ও সজারুর কাঁটা।

ব্যবহার ও ভোগ করা হবে বলেই উৎপন্ন সামগ্রী উৎপাদিত হয়। ভোগ উৎপাদনের লক্ষ্যস্থান ও অর্থ। ভোগের রয়েছে তিনটি এলাকা। উৎপন্ন সামগ্রী সরঞ্জাম (রেদাঁ বা করাত) হিসাবে কিংবা শ্রমের উপায় (জয়েনারের শিরিস আঠা বা কোক), শ্রম প্রয়োগের বস্তু (যেমন বোর্ড, ইট বা ঢালাই লোহা) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, কিংবা, সবশেষে জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী (রুটি, পোষাক, বাসস্থান) হিসাবে শ্রমিকরা একে ভোগ করতে পারে।

২নং চিত্রলেখ প্রাথমিক উৎপাদন আবর্তনের একটা মোটামুটি ধারণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নত সমাজে উৎপাদন এরূপ কোটি কোটি প্রাথমিক আবর্তন নিয়ে গঠিত যে-আবর্তনগুলি মিলে সামাজিক উৎপাদনের এক অখণ্ড ব্যবস্থা। ২নং চিত্রলেখে পরিদৃষ্ট উৎপাদনের প্রতিটি উপাদানের রয়েছে ভিন্ন উৎস। জীবন্ত শ্রম হল বৈষয়িক উৎপাদনের শ্রমিকদের শ্রম, যে-শ্রমিকরা জনসমষ্টি থেকেই আসে। জনগণ সকল সামাজিক উৎপাদনের এক অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত। একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার দিক থেকে এর গঠন বিন্যাস, গ্রামাঞ্চল ও শহরের ও সামাজিক উৎপাদনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে জনসমষ্টির বণ্টন ইত্যাদির উপরে।

* মার্কস, ক্যাপিটাল, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮০।

শ্রম প্রয়োগের বস্তুর যোগান আসে মুখ্যত চার পাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে, কিংবা আরও নির্ভুলভাবে বললে সেই অংশটি থেকে যা মানুষের বাস্তব তৎপরতার সঙ্গে জড়িত। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বিশেষ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদে হাত না দেওয়া হয় ততক্ষণ এ শ্রম প্রয়োগের বস্তু হয়না, যদিও এ প্রকৃতির অংশ। কিন্তু শুধুমাত্র তেল, আকর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদই যে শ্রম প্রয়োগের বস্তু যোগায় তা নয়। বস্তুর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মানুষের তৈরি। তাই, পোষাক প্রস্তুতকারক তার শ্রম প্রয়োগের বস্তু পায় তাঁতীর কাছ থেকে, এ আবার এর শ্রম প্রয়োগের বস্তু পায় সূতা প্রস্তুত কারকের কাছ থেকে, এ আবার তার শ্রম প্রয়োগের বস্তু পায় তুলা ঝাড়াই বাছাই করার কল থেকে।

শ্রমের সরঞ্জাম যোগায় উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রাগ্রসর সমাজে শ্রমশিল্পে গোটা এক একটি সেকটার শ্রমের সরঞ্জাম উৎপাদনে লিপ্ত।

অতএব, প্রকৃতি ও জনসমষ্টি শ্রম প্রয়োগের বস্তু ও শ্রমিক উভয়েরই যোগান দেয়। কিন্তু, অনেক ধরনের উৎপাদন তার সরঞ্জাম ও উৎপাদনের উপায়ের জন্য এবং শ্রম প্রয়োগের বস্তুর জন্য নির্ভর করে খাস উৎপাদনেরই উপরে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবন্ত শ্রম ও তৈরী বস্তুকে ব্যবহার করে। কিন্তু উৎপাদন শুধু ব্যবহার করেনা পরন্তু ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন সামগ্রী যোগায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে অধিকতর উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও শ্রম প্রয়োগের বস্তু এবং ব্যক্তিগত ভোগের বস্তু, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, পাদুকা, গৃহস্থালির তৈজসপত্র প্রভৃতি। উৎপাদন যত বেশি উন্নত হয় মানুষের লভ্য দরকারী সামগ্রীর পরিসর তত বেশি হয়।

সমগ্রভাবে উৎপাদন এক নিয়ত প্রসারমান প্রক্রিয়া, এর বিভিন্ন পরস্পর যুক্ত ও পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল। এমনকি একটিমাত্র ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে উৎপাদন হ্রাস পেলে, যেমন খরার দরুন কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেলে, গোটা উৎপাদন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চার. সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন

উৎপাদনের সাধারণ অবস্থার আলোচনা করতে যেয়ে এ পর্যন্ত আমরা অত্যাবশ্যক উপাদানটি, অর্থাৎ বৈষয়িক উৎপাদন চলাকালে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে উপেক্ষা করেছি। এমনিতে উৎপাদন নয়, বরং উৎপাদন সম্পর্কই যে-কোন সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মার্কস লিখেছিলেন ঃ "উৎপাদনের সামাজিক রূপ যাই হোকনা কেন, সব সময়ই শ্রমিক ও উৎপাদনের উপায়গুলিই এর উপাদান থাকে। কিন্তু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অবস্থায় এই উপাদানগুলির যে-কোন একটির এরূপ উপাদান হবার শুধু নিহিত শক্তিই থাকে। কারণ উৎপাদন আদৌ চলতে হলে এগুলিকে অতি অবশ্যই মিলিত হতে হবে। যে নির্দিষ্ট উপায়ে এই মিলন সাধিত হয় সেটিই সমাজের কাঠামোর বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক।"*

সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনের ধারণার মধ্যে প্রকাশিত এরূপ মিলনসাধনের বিশেষ প্রকৃতি ও পদ্ধতি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

মার্কস সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনের যে-ধারণা উত্থাপন করেছিলেন তাতে ধরে নেওয়া হয় যে প্রথমত, বাস্তব বৈষয়িক উৎপাদন-সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কের নির্ধারক ধরন, এবং দ্বিতীয়ত, সমাজের বিকাশ এক স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এমন এক প্রক্রিয়া যা, প্রকৃতির মতই, ইতিহাসের গতিপথ ও সামাজিক রূপগুলির পরম্পরা নির্ধারণকারী বিষয়গত নিয়মসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বের পক্ষে এই ধারণার তাৎপর্যের মূল্যায়ন করতে যেয়ে লেনিন লিখেছিলেন ঃ "পশু ও উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির সম্পর্কহীন, আকস্মিক, 'ঈশ্বর-সৃষ্ট' ও অপরিবর্তনীয়, ডারউইন যেমন এই অভিমতের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সর্বপ্রথম প্রজাতিসমূহের পরিবর্তনীয়তা ও পরম্পরাকে সপ্রমাণ করে জীব-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ঠিক তেমনি মার্কস এই অভিমতের অবসান ঘটিয়েছিলেন যে, সমাজ হল ব্যক্তিদের এক যান্ত্রিক যোগফল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় (কিংবা আপনি যদি চান, সমাজ ও সরকারের ইচ্ছায়) যার সর্বপ্রকার সংশোধন করা যায়, এবং পূর্বাপর সঙ্গতি ছাড়া যার আবির্ভাব ও বদল ঘটে। সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন যে নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মোট ফল এই ধারণাটি সপ্রমাণ করে, এরূপ সংগঠনের বিকাশ প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা প্রক্রিয়া এটা সপ্রমাণ করে মার্কস সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন।"**

[*নোট ঃ 'সোভিয়েত সমীক্ষা'য় (সংখ্যা ৫০, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫) প্রকাশিত মার্তেন সিদোরভ লিখিত 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি (১)' পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত।*]

*** মার্কস, ক্যাপিটাল খন্ড ২, পৃঃ ৩৪, মস্কো, ১৯৬১।**

**** লেনিন, রচনা সংগ্রহ, খন্ড ১, পৃঃ ১৪২।**

[Cited from the Book ***: Illustrated History of the USSR –*** *A Brief Outline by*
– Konstantin Tarnovsky]

(excerpts)

Capitalism

Abolition of serfdom. Development of capitalism in Russia.

*

Emergence of the working class.

*

The early period of the revolutionary activity of Vladimir Ulyanov (Lenin). The formation of a proletarian Marxist party.

*

The bourgeois-democratic revolution of 1905-1907.

*

Cultural scene in the late 19th and early 20th centuries.

*

Russia during the First World War (1914-1918). The aggravation of social, economic and political contradictions which accelerated the maturing of the revolutionary crisis.

*

Victory of the second bourgeois-democratic revolution (February 1917)

The epoch of capitalism in Russia, which lasted from 1861 to 1917 can be divided into two periods. In the first forty years, large-scale industry was built. Industrial output increased more than seven times, the share of heavy industry rising to thirty per cent. In the production of mineral fuel, cast iron, steel and machinery (transport machinery in the first palce) Russia was roughly equal to France. A crediting system was established, based on large joint-stock banks of which there were 39 in 1875 and 43 in 1900.

The first monopoly corporations appeared early in the 20th century, and by 1914 a system of inter-related industrial and banking monopolies had been established. Like other countries of Europe and America, Russia entered the era of monopoly capitalism. But, unlike the other capitalist countries - Britain above all - Russia remained a country with uncompleted bourgeois democratic reforms. Its agrarian system was semi-feudal and was based, as before, on

big landed estates. Russian autocracy, too, was nothing but a survival of the Middle Ages.

The national and colonial question was surrounded by a whole number of contradictions. The western borderlands of Russia, though as developed as central Russia, were populated by oppressed peoples. The eastern outskirts - Siberia, Kazakhstan, Central Asia, the Central Caucasus and Transcaucasia - were colonial possessions. Most of them had a high proportion of Russian settlers (85 per cent in Siberia, 40 per cent in Kazakhstan). The indigenous people and Russians were equally subject to capitalist and feudal methods of exploitaiton of labour. This fact accounted for the similarity of situation in which the principal groups of the working people found themselves and the emergence of a unified anti-colonial, liberation movement led by the Russian workers.

Unlike the colonies of other imperialist countries, Russia's colonies were next to her own territory, all together forming one state. That made it easier for the national liberation movement to be included in the nationwide struggle against tsarism and imperialism.

A fundamental change in the economic and political system was in the interest of the vast majority of the people.

After the fall of serfdom, a bourgeois democratic period of the emancipation movement began in Russia in which intellectuals from among the classes of urban tradesmen, the lower clergy and peasants played an important role. The revolution-minded part of them, who wanted to set the people on a road to a just and happy life, were known as populists (*Narodniks*).

They regarded the peasant as the chief figure in the emancipation struggle, and the village commune, which had existed in Russia since olden times and which dealt collectively with land use as well as questions of taxes and other impositions, as an embryonic form of socialism. The populists believed that it was only necessary to remove the obstacles to the free development of the commune - to abolish the autocracy and the class of landlords, on the one hand, and, on the other, to put an end to capitalism which was eroding the commune - to establish a just, socialist society in Russia.

They made their programme known to the peasants.

In 1877 a vigorous campaign was carried out in 37 provinces of the European part of Russia with the aim of persuading the peasants to rise against the autocracy and the landlords immediately. But the mass of the peasants were indifferent to the appeals of the campaign. Almost 4,000 of its participants were detained by the tsarist police for questioning in connection with their acivities among the people.

The populists were compelled to change their tactics. A secret society called *Zemlya i Volya* (Land and Liberty) was established in 1876. Among its founders were Alexander Mikhailov, Georgy Plekhanov and Sophia Perovskaya. The society formed sections to conduct propaganda systematically so as to prepare the peasants step by step for revolutionary action. But this, too, yielded no results. Differences of opinion arose among the revolutionaries, and in 1879 *Zemlya i Volya* split into *Chorny Peredel* (General Redistribution) and *Narodnaya Volya* (People's Will). The former, led by Georgy Plekhanov, continued for some time to carry on propagands among the peasants. *Narodnaya Volya* turned to terrorist methods of fighting the goverment in the belief that after a successful attempt on the tsar's life the people would rise and carry out a revolution.

The executive committee of *Narodnaya Volya* organised eight unsuccessful attempts on Alexander II's life. Finally, on March 1, 1881,

the tsar was killed in a bomb explosion, in which Ignaty Grinevitsky who threw the bomb was also killed.

Contrary to expectation, no anti-government action followed. In a letter to the new tsar, Alexander III, *Narodnaya Volya* promised to commit no more terrorist acts on condition that a general amnesty was granted and an assembly of representatives of the people was convened to discuss the existing social and political situation in the country. The tsar responded with more reprisals. The majority of the excutive committee were soon arrested. On April 3, `1881, the leaders of the organisation and those who had carried out the death sentence on Alexander II - Sophia Perovskaya, Andrei Zhelyabov, Nikolai Kibalchich, Timofei Mikhailov and Nikolai Rysakov - were hanged. The tsar had reaffirmed the immutability of autocratic power. A period of reaction set in.

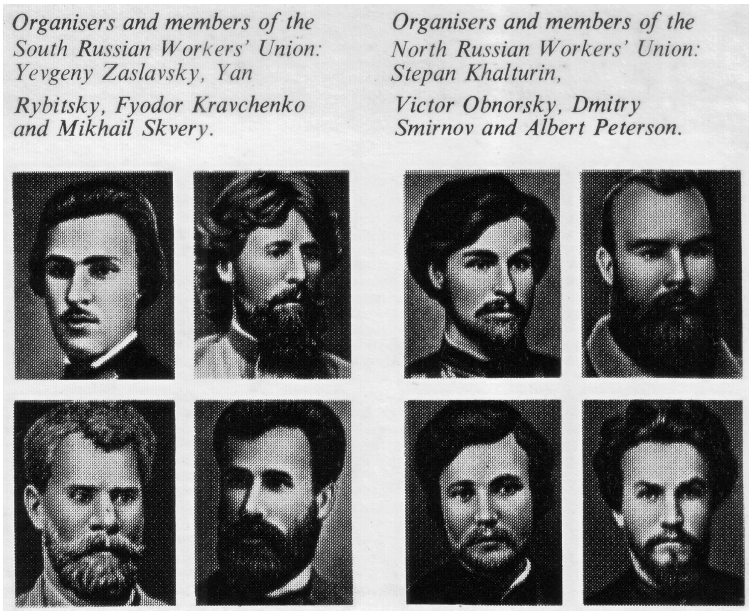

Organisers and members of the South Russian Workers' Union: Yevgeny Zaslavsky, Yan Rybitsky, Fyodor Kravchenko and Mikhail Skvery.

Organisers and members of the North Russian Workers' Union: Stepan Khalturin, Victor Obnorsky, Dmitry Smirnov and Albert Peterson.

* * *

The Russian workers' struggle led the emancipation movement out of the impasse in which it had found itself following the crisis of populism.

As a class the Russian workers had taken shape at the close of the 19th century. In thirty-five years, from 1865 to 1900, Russia's population increased one and a half times, and the number of industrial workers more than trebled. The number of factory workers, miners and raliwaymen grew from 700,000 in 1865 to over a million at the end of the 1870s, and to more than two million at the turn of the 20th century. In the late seventies, the workers formed their first political organisations - the North Russian Workers' Union (at St. Petersburg) and the South Russian Workers' Union (at Odessa).

The workers' struggle against the employers grew more intense and became better organised with every year. In the 1860s the workers' movement was chiefly marked by unrest. Workers staged protest actions, which varied in scale, but work stoppages were rare. From the `seventies, the number of protest increased and strikes became predominant. Now, when the workers presented their demands to the employer, they downed tools. In 1885, for example, 11,000 weavers at the textile centre of Orekhovo-Zuyevo went on strike, demanding that government control over wages, hiring and fines be introduced. The workers could be fined for just anything, the fines ranging from thirty to fifty kopeks for every rouble a worker earned. The government had to make concessions and some rules were established.

As a result of the workers' struggle, labour legislation began to be introduced in Russia. In

the early 'nineties, workers staged group strikes involving several factories. The conditions were ripe for the emergence of a worker's mass movement. The best representatives of the Russian intelligentsia turned from the peasant socialism preached by the populists to the proletarian socialism founded by Karl Marx and Frederick Engles.

In 1880, to escape police persecution, Plekhanov and other members of *Chorny Peredel* - Pavel Axelrod, Vera Zasulich, Lev Deutsch and Vasily Ignatov - emigrated. Two years later, while abroad, Plekhanov published his Russian translation of the *Manifesto of the Communist Party* written by Karl Marx and Frederick Engels (first published in 1848). In 1883 Plekhanov and his comrades formed the Emancipation of Labour group and announced their break with the old anarchist tendencies. They criticised the populist doctrines and regarded propagation of scientific socialism as their main task.

Marxism became an independent current of Russian social thought. Following the establishment of the Emancipation of Labour group, Marxist circles and groups appeared at St. Petersburg, Kazan and other Russian cities. They carried out propaganda work among workers' circles. A group led by Mikhail Brusnev (it was founded in 1889) staged the first workers' demonstration in Russia and organised the first illegal out-of-town May-Day meeting of St. Petersburg workers in 1891.

The activity of the Emancipation of Labour group helped to spread the fundamentals of Marxism in Russia.

But only the fundamentals. The task of applying Marxism to Russian realities and developing it in the conditions of the new historical period fell to Lenin.

* * *

Lenin is the pseudonym of Vladimir Ilyich Ulyanov, who was born on April 22, 1870. His father was a prominent educationist. His elder brother, Alexander, joined *Narodnaya Volya* and was hanged in the Shilisselburg Fortress in 1887 for his part in an unsuccessful attempt on the tsar's life. In December the same year Vladimir Ulyanov was expelled from Kazan University for having organised an illegal revolutionary gathering of students. He joined a Marxist circle at Kazan. He studied Marxism and tried to find answers to vital social problems.

Lenin passed the law school examinations as an external student at St. Petersburg University. He moved to St. Petersburg in 1893 and took part in the meetings of the Social-Democratic circle of engineeing students as a full-fledged Marxist. At that time too, he came to know the leaders of St. Petersburg workers Vasily Shelgunov, Ivan Babushkin and Boris Zinovyev, who introduced him at several workers' circles. A mimeographed edition of Lenin's first book *What the "Friends of the People" Are and How They Fight the Social-Democrats* came out in 1894. It exposed the anti-popular nature of the *Narodniki* (movement). In 1895, another work, the *Economic Content of Narodism and the Criticism of It in Mr. Struve's Book*, was published. It was, in fact, a sequel to the earlier book. Also in 1895, Lenin, together with other members of the Marxist circle, founded at St. Petersburg the League of Struggle for the Emancipation of the Working Class, the first Social-Democratic organisation in Russia with central leadership, a clear division of duties among the members and strict discipline. It directed the workers' movement in the capital. The League went over from Marxist propa-

ganda in workers' circles to agitation on a broad scale. The theory of scientific socialism was translated into the language of the masses. It marked the beginning of a new period in the emancipation movement in Russia when workers came to replace the intellectuals as the leading revolutionary force.

Thus, Vladimir Ulyanov-Lenin started his revolutionary career combining theoretical, organising and practical political activities.

The first period of this career did not last very long. In the early morning hours of December 9, 1895, Lenin and other leaders of the League of Struggle for the Emancipation of the Working Class were arrested. After spending more than fourteen months in solitary confinement, Lenin was exiled to Shushenskoye, a village in East Siberia. But he never left his chosen path. He became the acknowledged leader of the Russian Marxists and the Russian workers.

What did Lenin have to tell the Russian workers and Social-Democrats? His book *What the "Friends of the People" Are and How they fight the Social-Democrats* ends with the following words: "... The Russian *WORKER,* rising at the head of all the democratic elements, will overthrow absolutism and lead the *RUSSIAN PROLETARIAT* (side by side with the proletariat of *ALL COUNTRIES*) *along the straight road of open political struggle TO THE VICTORIOUS COMMUNIST REVOLUTION.*"

Lenin reached a conclusion which was to be a great discovery in Marxism at the turn of the century, namely, that in a new historical epoch and in a country with a fully formed working class, the driving forces of bourgeois-democratic revolutions would be different from what they were before. Not the bourgeoisie but the working class, in Lenin's view, was to rally the working and the exploited masses and lead

Vladimir Ulyanov (Lenin) (seated, third from left) with leaders of the League of Struggle for the Emancipation of the working Class.

them in the fight against absolutism. The bourgeois-democratic revolution that was coming to a head in Russia would turn into a proletarian revolution owing to the methods of struggle that would be used. It would ge beyond the limits of ordinary bourgeois revolution and start developing into a socialist revolution.

Lenin was to formulate this conclusion somewhat later, at the time of the first Russian revolution of 1905-1907. And in 1915, he drew the conclusion that a proletarian revolution could triumph initially in a single country. But the underlying principles of these conclusions are already present in the final chapter of *What the "Friends of the People" Are and How They Fight the Social-Democrats.* In his earliest works Lenin already foresaw a new type of bourgeois-democratic revolutions, the popular revolutions of the imperialist era.

Today, almost ninety years after the publication of these works, Lenin's theses and conclusions seem self-evident, but not everybody accepted them at the turn of the century. To accept or not to accept the theses that the working class would play the leading role in the bourgeois-democratic revolution, that the peasantry was the workers' ally and that the liberal bourgeoisie was counter-revolutionary became a

question that led to a split of the Russian Social-Democrats into Bolsheviks, the supporters and followers of Lenin, and Mensheviks, who were headed by Plekhanov and Martov. There were signs of this division at the very beginning of the 20th century, at the time of the publication of *Iskra* (Spark), a newspaper launched by Lenin and devoted to the task of consolidating the Russian Social-Democrats into one party. The division became a fact in 1903, at the 2nd Congress of the Russian Social-Democratic Labour Party (RSDLP), which marked the beginning of the history of Bolshevism both as an independent current of social thought and as a political party. The development of the revolutionary process in Russia, the lessons of three Russian revolutions above all, corroborated Lenin's conclusions.

* * *

The outbreak of the first bourgeois-democratic revolution in Russia was hastened by the war between Russia and Japan. The war was started by Japan on January 26, 1904, when its navy suddenly attacked the Russian squadron stationed at Port Arthur. But it was an imperialist war nevertheless on both sides, waged for the possession of Manchuria.

The war was unpopular among the Russian soldiers and seamen, but they fought valiantly, displaying heroism and tenacity in battles on land and sea. Japanese troops stormed Port Arthur four times – in August, September, October and November 1904, while smaller operations were carried out daily. Despite the courage shown by the defending troops, on December 20, 1904, the 157th day of the siege, suppoters of a policy of capitulation surrendered the fortress. Six months later, on May 14, 1905, near the island of Tsushima in the Korea Strait, the Japanese defeated the Russian squardron dispatched to the Far East from the Baltic. On August 23, 1905, a peace treaty was signed at Portsmouth (USA), whereby Russia lost Port Arthur and the South Sakhalin and recognised Japan's dominant interests in Korea.

The war demonstrated the rottenness of tsarism, exposing its anti-popular nature. Discontent with the regime was widespread among the broadest sections of the population. Yet they still believed the tsar to be well-intentioned. On January 9, 1905, on orders from Nicholas II, troops opened fire on a peaceful procession of St. Petersburg workers who were going to give the monarch a petition stating their grievances. A wave of indignation swept the country. A revolution began. It bacame an outstanding event not only in Russian but in world history as well. It was a bourgeois-democratic revolution in its content, but it was a proletarian revolution in its methods of struggle and in that the mass of the workers and the semi-proletarian elements were involved in it. In 1905 three million workers took part in strikes. And the strike movement at that time was characterised, first, by a combination of economic and political demands, which drew into the movement all sections of the proletariat, from the most advanced to the most backward, and secondly, by the fact that the strikes developed into an insurrection against tsarism.

In the course of the revolution there emerged Soviets of Workers' Deputies which represented a new type of people's power and were the prototype of state authority that exists now in the USSR. At first they functioned as strike commitees, but later they also directed the armed uprising. The first Soviet of Workers' Deputies was set up by the textile workers of Ivanovo-Voznesenk. Towards the end of 1905, about seventy Soviets were functioning

ПРАВДА

„ПРАВДА“

„ЗВѢЗДА“

The first issue of the ***Iskra*** *newspaper founded by Vladimir Ulyanov (Lenin). It played an outstanding part in uniting the country's revolutionary forces and in the setting up of the Russian Social-Democratic Labour Party.*

throughout the Russian Empire.

The first Russian revolution saw the emergence of an alliance between the working class and the revolutionary democratic forces of Russia, its multinational peasantry above all. The army–the main bulwark of the autocracy–also began to waver.

In June 1905 the crew of the armoured cruiser ***Potemkin*** staged a revolt, which was the first sign of discontent in the army and navy. Seamen and soldiers also revolted in Sevastopol in November 1905. Their movement was directed by the Soviet of Workers', Seamen's and Soldiers' Deputies.

Even before the revolution the Party led by Lenin had carried out a colossal task of educating and rallying the wokers, turning them into the van of fighters for the interests of the whole people. During the years of the revolution the Party's activity broadened considerably. In 1905-1907, as many as forty illegal and legal Bolshevik newspapers and magazines were published; the total printing of leaflets and brochures circulated between April 1904 and May 1907 exceeded three million copies.

Unity of action of all democratic forces was secured largely thanks to the Bolsheviks' persistent policy of bringing together in the course of revolutionary struggle the entire revolutionary democratic camp. The results of this policy

January 9, 1905, Tsarist troops fired on a peaceful demonstration of workers in Winter Palace Square. The day–"Bloody Sunday"–marked the beginning of the First Russian Revolution.

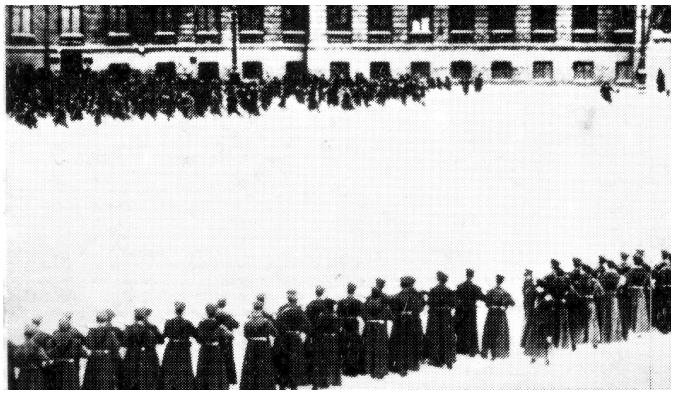

were most graphically evident in the autumn of 1905.

Early in October, the workers of the Moscow railway terminal went on strike. On October 12, the St. Petersburg line, too, was brought to a standstill. The strike quickly spread throughout the country, involving about a million and a half workers, 200,000 civil servants, shop assistants and city transport personnel, as well as undergraduates and secondary school students. The situation became critical and the government had to make concessions. On October 17, the tsar signed a manifesto promising to set up a State Duma (parliament), without whose approval no legislation could enter into force.

After the manifesto was published, the liberal bourgeoisie began to side with counter-revolution. There emerged bourgeois-landlord parties, such as the Party of the Constitutional Democrats (the Cadets), the League of October 17 (the Octobrists), and others. Supporters of Nocholas II mobilised the loyalist forces, setting up the so-called Black Hundreds for dealing with the revolutionaries. Within two or three weeks more than ten thousand persons in one hundred cities and towns were killed or injured. The newly granted "freedom" was drenched in the blood of "free" citizens.

The tsarist government unleashed a civil war. The workers met the challenge. Miners in the Donets Basin staged an armed uprising. An uprising at Rostov-on-Don went on for eight days; another at Novorossiisk went on for two weeks. Workers fought on the barricades at Sormovo (near Nizhni Novgorod, now Gorky), in the Urals, in Krasnoyarsk and chita.

The Moscow uprising developed out of a general political strike which started on December 7, 1905, at the call of the Moscow RSDLP Committee and the Moscow Soviet of Workers' Deputies. Barricades were put up in different parts of the city. The uprising centered at Presnya, a major working-class district of Moscow. Armed workers' detachments held regular troops off. The guard regiments were unable to take Presnya by storm. After surrounding the insurgents they opened artillery fire. The forces were unequal, and by a decision of the Moscow Soviet on December 19 the workers ceased their armed struggle.

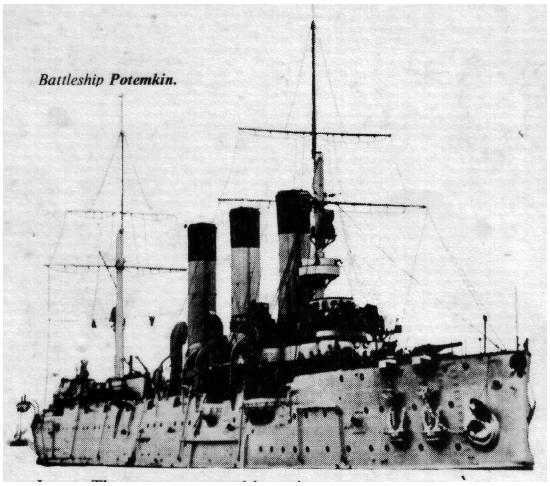
Battleship Potemkin.

The Moscow uprising was the high point in the first Russian revolution. After it was put down the struggle became less intense. But the Russian workers did not lay down arms at once. The struggle continued into the middle of 1907.

From the revolutionary battles of 1905-1907 the workers and their allies emerged with a greater understanding of the situation in the country and of the capabilities of the other classes. It was an invaluable experience which enabled the revolutionary democratic forces ten years later–in 1917–to take up just where they had left off, staging an armed insurrection and setting up Soviets.

The Russian revolution stimulated the growth of workers' and peasants' movements in many Western countries and caused an up-

surge of the national liberation struggle of the oppressed peoples of the colonial East. It undermined the world capitalist system, bringing nearer its general crisis.

The events of those years showed that at the beginning of the 20th century the centre of the world revolutionary movement had shifted to Russia, and differed fundamentally from the centres that had existed in Europe previously. There, they had been led by the bourgeoisie, whereas in Russia the proletariat was the Leader. The bourgeoisie appeared on the international scene as a counter-revolutionary force. The working class, on the other hand, demonstrated that it was an international force waging a consistent fight against oppression of any kind and in any part of the world.

* * *

After the revolution was put down, a period of reaction set in. It was known as the Stolypin reaction, after the then prime minister. The tsarist government was particularly harsh in dealing with the working class and its vanguard the Bolshevik Party. But Russia was no longer what it had been before 1905. There was no returning to the old ways, and the tsarist government tried to "carry out" the tasks put forward by the revolution from the top, by resorting to counter-revolutionary methods. They freshened up the tumbledown facade of the state, setting up an imitation of a legislature–the Third Duma, composed of representatives of the bourgeoisie and the nobility (the First and Second Dumas were dissolved by the government during the revolution).

The revolutionaries had demanded the confiscation of landlords' estates, and so the tsarist government launched an agrarian reform. Its aim was, without affecting the gentry's land-

Barricades in Moscow, December 1905

ownership, to create in the countryside a conservative class of land proprietors–kulaks (rich peasants exploiting hired labour) and to organise a mass migration of peasants to areas east of the Ural Mountains. However, the plans for splitting the countryside fell through. Nor was the resettlement policy attended with success.

Thus, tsarism failed to resolve any of the conflicts that had led to the revolutionary storm of 1905-1907. A new crisis, Lenin pointed out, was inevitable. After the dramatic events in the Lena goldfields in Siberia, where striking workers were shot down on April 4, 1912, skrikes and meetings of protest were held all over the country. About 300,000 workers took part in protest action in April, and on a single day, May 1, more than a thousand strikes were staged in fifty Russian provinces.

In the autumn, in protest against the death sentence passed on seventeen sailors of the Black Sea Fleet, charged with preparing an armed mutiny on naval ships, there were strikes, demonstrations and meetings involving altogether more than a quarter of a million workers.

There started a fresh revolutionary upsurge. Its main driving force was, just as in 1905, the Russian working class, and the main instrument of the struggle was the mass strike. The movement did not merely repeat past experience but went further, as its awareness increased and its

organisation improved. Lenin's ideas continued to spread among the masses.

By the summer of 1914 the scope of revolutionary industrial action surpassed that of 1905. A new revolution was inexorably drawing nearer, but it was held back a few years by the outbreak of the First World War.

The revolution was held back but it could not be prevented. The war marked the eve of the victorious socialist revolution. And it was not by chance that Russia was its birthplace.

* * *

In order to show why it had to be so, let us first sum up briefly what has been said so far and give a general description of the situation in Russia just before 1914.

Of the 170 million inhabitants of Russia at that time, 136 million lived in its European part, on an area of 5.4 million sq km. The main industrial areas of Russia–which came fifth in industrial output after the USA, Britain, Germany and France, but ahead of Japan–were all in the European part, as were most of the railways and the main cultural centres.

Beyond the Urals, on a territory of almost seventeen million sq km, lived just a little over 33 million people. Agriculture was pursued mainly by the new settlers, while the indigenous peoples_ the Kazakhs, Yakuts and Buryats– were, for the most part, presented a mixture of highly developd capitalist areas and politically and economically backward colonial and semi-colonial territories.

In short, by the time the world revolutionary centre had shifted to Russia, the vast multinational country was the focus of contradictions of the capitalist era, a living model of the entire contemporary heterogeneous world.

It was in Russia, too, that the social force emerged capable of overthrowing the capitalist mode of production– an alliance of workers and peasants, led by the Bolshevik Communist Party founded by Lenin.

Lastly, there were present in Russia the cultural and historical prerequisites for making the transition to the new social system.

In the latter half of the 19th and the beginning of the 20th century, Russian science achieved outstanding progress in a number of important fields. Suffice it to mention the internationally famous work of the Chebyshev mathematical school in St. Petersburg; the work of a group of scientists and engineers headed by Nikolai Zhukovsky, the "father of Russian aviation"; the research of Dmitry Mendeleyev, who discovered the periodic law of chemical elements; the experiments of Ivan Sechenov and Ivan Pavlov which greatly advanced the study of the higher nervous activity in man and animals; and the brilliant results obtained by Kliment Timiryazev, who explained the nature of photosynthesis.

Lenin holds an outstanding place in the brilliant galaxy of scholars who made notable contributions to history, philosophy, jurisprudence and economics. His books and articles on social and economic subjects, including the *Development of Capitalism in Russia* (1899), present a profound analysis of the evolution of capitalism in Russia. His *Materialism and Empirio-Criticism* (1909) marks an important stage in the history of philosophy. And his *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (1916) is the keystone of the development of world Marxist socio-economic science.

Russian literature and art were represented by different trends and artistic schools which enriched the treasure-house of world culture. Realism characterises the work of the great Russian writers Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Fyodor

Dostoyevsky, Anton Chekhov, Vladimir Korolenko and Maxim Gorky. Nikolai Nekrasov was the leading poet in the 'sixties and 'seventies. The people, the intelligentsia, and the revolution were the dominant themes of Alexander Blok's poems at the turn of the century. The tense atmosphere of the early 20th century brought forth a romantic school which reflected in vivid images a presentiment of the great upheavals and changes to come. Decadent art was there, too, with its cult of individualism, aestheticism and aloofness from social problems. These tendencies became stronger after the defeat of the first Russian revolution. But already in 1909-1910, at the first signs of a social upsurge, the crisis of the currents, that were fashionable but the day before, became apparent.

The second half of the 19th and the beginning of the 20th century was a time of flourishing of the traditions of Mikhail Glinka, a profoundly national composer whose work at the same time reflected the best in European culture. These features are also typical of Mussorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakov and Tchaikovsky, whose work greatly influenced such outstanding composers as Taneyev, Rachmaninoff and Glazunov. Revolutionary romantic motifs of struggle are characteristic of the work of Alexander Scriabin.

The repertory of the new music theatre also took shape at that time. It included Tchaikovsky's lyrical-dramatic operas, Mussorgsky's folk musical dramas, and the fairy-tale operas of Rimsky-Korsakov. The Russian school of singing was represented by Fyodor Chaliapin, Antonina Nezhdanova and Leonid Sobinoff, vocalists of international fame. The choreographic works of Marius Petipa, Lev Ivanov, Alexander Gorski and Michel Fokine were milestones in the history of ballet.

Exponents of the realistic tradition–the Maly Theatre, which was dedicated to the plays of Alexander Ostrovsky, and the Art Theatre founded by Konstanin Stanislavsky and Vladimir Nemirovich-Danchenko–marked and epoch in the art of the drama.

In Painting, the second half of the 19th century opened with the revolt of young painters, led by Ivan Kramskoy, against the stagnant trends of the Academy of Art. The movement led to the establishment of the Mobile Art Show Association (1870). The picture of its members, including Ilya Repin, Nikolai Yaroshenko, Vasily Perov, Vasily Surikov and Victor Vasnetsov, with their keen interest in the people's daily life and native landscape, are the pride of the Tretyakov Picture Gallery in Moscow.

Realism provided the basis of the work of Valentin Serov, who left a superb gallery of portraits of his contemporaries; of Isaac Levitan, the incomparable landscape painter; of Konstantin Korovin, who made notable contributions in the field of decorative art; and of Mikhail Vrubel and Nikolai Roerich, whose canvases are distinguished by striking design and inimitable colou schemes.

Russia made and immense contribution to the treasure-house of world culture at the end of the 19th and the begining of the 20th century. At the same time, the country was marked by a glaring contrast between the advances made by science and art and the ignorance and illiteracy of the masses. Progressive-minded public figures in Russia were aware even in the first half of the 19th century of the disastrous consequences this gap would have on the people, on the country's cultural development. Early in the 20th century, the tragic nature of such a gap came to be recognised also by the

best representatives of the people, the workers above all, who were eagerly seeking access to knowledge and culture. And that was one more reason why they were determined to fight the exploiting system.

* * *

In the summer of 1914, the imperialist governments of the major European powers unleashed a world war. Russia sided with the Entente, the military-strategic alliance of Britain and France, against Germany and Austria-Hungary. The Social-Democratic parties of Europe supported the predatory war pursued by their governments. Under the pretext of "defence of the Fatherland", the Russian Mensheviks and Socialist-Revolutionaries made a compact with the bourgeoisie. The Leninist Bolsheviks alone proved that they were consistent revolutionary internationalists.

In the early months of hostilities Russia lost the battle in East Prussia, but emerged victorious in Galicia; in the following year it lost almost all of Galicia together with Poland and a part of the Baltic area and Byelorussia. During the third summer of the war, Russia's troops under Geneal Alexei Brusilov cleared Bukovina and Western Galicia, driving the Austro-Hungarian army back to the Carpathian passes. Major victories were scored over Turkey on the Caucasian Front. But the military situation was essentially unchanged. There were more battles ahead, and tsarist Russia was preparing for them both at the front and in the rear, increasing the output of weapons (which reached a peak by mid-1916) to the detriment of the civilian industries and transport. The food shortages became worse, which was a sure sign of the disintegration of the economy.

Discontent was quickly spreading among all sections of the working people. In Petrograd (as St. Petersburg was renamed after the start of the war) the number of strikers in October 1916 reached a quarter of a million. In the summer of 1916 a popular uprising broke out in Central Asia and Kazakhstan, while unrest in the countryside kept mounting. In the army there was a mass movement in opposition to the war and the autocracy. Army units refused to go into attack. Instances of Russian and German soldiers fraternising became more frequent.

Again, the country was on the threshold of revolution. It came on February 23 (March 8), 1917. The strike at the Putilov Plant, the largest in the capital, was supported by thousands of workers in other factories. Towards evening, demonstrators appeared in Nevski Prospekt, the capital's main thoroughfare. They were joined by students and office workers. On February 25 the strike became general. On the morning of February 26 military units began to go over to the insurgents. The following day, the Petrograd Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies met at the Taurida Palace. However, as many leading members of the Bolshevik Party had been driven into emigration or were in prison or in exile, leadership of the Soviet was seized by members of the petty bourgeois parties. ...

Socialism

The victory of the Great October Socialist Revolution of 1917. The formation of the world's first state of workers and peasants.

*

The rout of counter-revolutionaries and interventionist troops.

*

The building of the foundations of socialism in the USSR.

*

The Great Patriotic War of the Soviet people against German fascism. The rout of Hitler Germany ank imperialist Japan.

*

Postwar rehabilitation of the country.

*

The building of a developed socialist society.

The overthrow of tsarism in February 1917 brought about a situation unprecedented in world history, which was defined by Lenin as dual power : formally state power had passed to the bourgeois Provisional Government, but the popular masses, who had carried out the revolution, set up their own organs of power - Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies.

The Mensheviks and Socialist-Revolutionaries were of the opinion that the bourgeois revolution had been completed and that the country was not ready for a socialist one, and they were therefore inclined to cooperate with the bourgeoisie, slow down the revolution and eliminate the Soviets. In contrast to this, the Bolsheviks persistently and convincingly exposed the counter-revolutionary character of the Provisional Government, warned that the bourgeoisie would give the people neither peace, nor land, nor a democratic political system, and called on the proletariat and its ally-the peasantry-to continue the revolution.

Late at night, on April 3, Vladimir Ilyich Lenin arrived at Petrograd by train. He was welcomed by revolutionary workers, soldiers and sailors. Standing on top of an armoured car

in the square in front of the Finland Railway Station, he addressed the gathering and formulated the basic provisions of his programme, which came to be called the April Theses. Their essence was expressed in the slogan "All Power to the Soviets!" At that time this slogan was tantamount to a call to further develop the revolution, that is, to abolish dual power in favour of the Soviets and go over from the bourgeois-democratic stage of the revolution to the socialist one. Since the Soviets then possessed real powar, both tasks could be carried out in a peaceful way.

Lenin's April Theses were discussed and adopted by the Seventh All-Russia Conference of Bolsheviks. A fierce campaign was launched against Lenin and his supporters. The Mensheviks and Socialist-Revolutionaries sided with the bourgeoisie, thus making it possible for the Provisional Government to prepare an offensive at the front. The offensive began on June 18 but soon collapsed. This led to a growth of Bolshevik sentiments among the popular masses. Then the leaders of the conciliatory parties ordered the shooting of a peaceful demonstration of workers and peasants, which took place in the centre of Petrograd on July 3, under the slogan of "All Power to the Soviets!"

Dual power in the country ended in favour of the bourgeoisie. The Provisional Government ordered the arrest of Lenin who was compelled to go into hiding, for the last time in his life, for 112 days. But the triumph of the bourgeoisie was short-lived; soon after it was defeated and ceased to be the ruling class. In July-August the Bolshevik Party abruptly changed the direction of its activities. On Lenin's proposal, the Sixth congress of the RSDLP (B) adpoted a course of preparing for an armed uprising, noting that "a new inevitable upsurge of the Russian revolutionary movement will bring power to workers and poor peasants before the revolution takes place in the capitalist countries of the West."

This new upsurge began in the autumn of 1917. In response to the bourgeoisie's attempt to establish an open military dictatorship in the country, Petrograd workers rose and waged an armed struggle. They were supported by the military units of the Petrograd garrison. The revolutionary masses, led and guided by Bolsheviks, put down the counter-revolutionary revolt organised by General Kornilov. The Bolshevik Party'a prestige grew immeasurably, and Bolsheviks began to win over the Soviets to their side. The Soviets, which under the leadership of the conciliatory parties virtually remained a tool of compromise with the bourgeoisie, were turning into organs of direct struggle against the bourgeoisie. On August 31, the Pertograd Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies adopted a Bolshevik resolution demanding peace, land and workers' control over production. Several days later a similar resolution was adopted by the Moscow Soviet.

Unwilling to lose the people's confidence completely, the leaders of the Mensheviks and Socialist-Revolutionaries refused to enter the new government formed with the participation of Constitutional Democrats (Cadets). For a while the possibility arose once again to transfer power to the Soviets peacefully. Lenin proposed that the leaders of the Menshevik and Socialist-Revolutionary parties break off their alliance with the bourgeoisie and immediately form a government responsible to the Soviets. Lenin stressed that freedom of propaganda and the immediate implementation of the principles of democracy both at the coming elections and in the work of the Soviets proper would ensure peaceful development of the revolution and

peaceful transfer of power to the working class.

"Perhaps this is **already** impossible ?" asked Lenin. "Perhaps. But if there is even one chance in a hundred, the attempt at realising this opportunity is still worthwhile.

That was how Lenin acted, consistently observing the principles of democracy and calling for their further development and implementation.

The Mensheviks and Socialist-Revolutionaries acted differently. They launched a campaign against the Soviets, demagogically calling for unification of "all vital forces" of the country and asserting that "the transfer of all power to the Soviets would be a crime against the revolution". Instead of the congress of Soviets they convened a so-called all-Russia democratic meeting and invited to it representatives of bourgeois and landowners' organisations – countre-revolutionary zemstvos (rural councils) and municipal self-government bodies–and under various pretexts reduced the number of seats for the Soviets, factory committees and trade unions. The meeting formed a so-called Provisional Council of the Republic or preparliament which was to include representatives of the bourgeoisie. The conciliators virtually abandoned the position of the Soviets. The popular masses resolutely went over to the Bolsheviks. Lenin wrote in those days : "Discontent, indignation and wrath are growing in the army, among the workers. The 'coalition' of the Socialist-Revolutionaries and Mensheviks with the bourgeoisie, promising everything and fulfilling nothing, is irritating the masses, is opening their eyes, is pushing them towards insurrection."

In early October Lenin illegally returned from Finland to Pertograd and personally directed preparations fon an armed uprising.

Counter-revolutionary forces were concentrated in the centre of Petrograd : the Winter Palace was occupied by the Provisional Government, and nearby in the Admiralty was the General Headquarters of the Pertograd Area. The revolutionary headquarters was housed in the building of the Smolny Institute in the city's eastern outskirts on the left band of the Neva. The Revolutionary Military Committee, the Petrograd Soviet of Workers' and Soldiers' Deputies and the Party centre for directing the insurrection were stationed there.

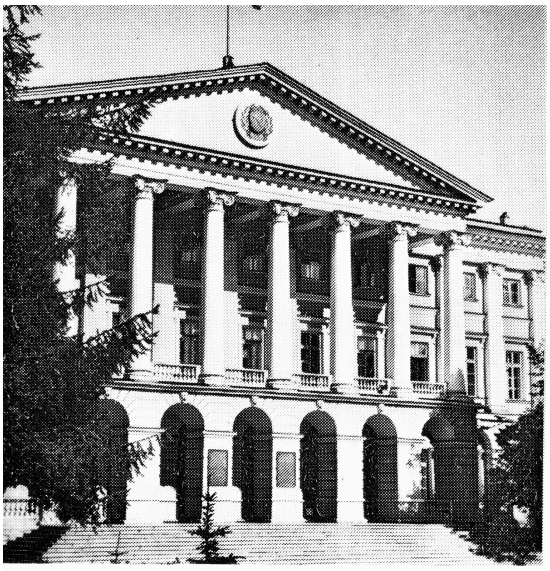

*The **Smolny Institute**, headquaters of the October Socialist Revolution.*

The uprising was to be carried out by three main combat forces : the Red Guard (armed workers') detachments were poised in a semicircle against the city centre from the north, east and south; the revolutionary units of the Pertograd garrison formed a second inner semicircle, and the ships of the Baltic Fleet were to enter the mouth of the River Neva from the west at the first call of the Revolutionary Military Commettee.

Yakov Sverdlov, the first Chairman of the All-Russia Central Executive Committee.

"To encircle and cut off Petrograd; to seize it by a combined attack of sailors, workers, and the troops–this is a task which requires **art and Triple audacity**," Lenin pointed out in those days.

This task was accomplished on October 24-25 (November 6-7 according to the new calendar), 1917. The uprising was completed with the capture of the Winter Palace.

Simultaneously at Smolny the Second All-Russia Congress of Soviets was opened, which assumed power in the country. It adopted a Decree on Peace which declared war "the greatest of crimes against humanity" and urged the governments and peoples immediately to sign a peace treaty on fair conditions–peace without annexation and indemnities.

Under the Congress' second Decree, all land was turned over to the people for their free use.

The Congress elected an All-Russia Central Executive Committee, the supreme legislative, administrative and supervisory organ of power in the period between congresses and formed the first Soviet government–the Council of People's Commissars–headed by Lenin. On November 8 (21), 1917, Yakov Sverdlov was elected Chairman of the All-Russia Central Executive Committee.

Whereas in Pertograd the uprising was carried out quickly and almost without casualties, stubborn and fierce fighting lasted seven days in Moscow where the counter-revolutionary forces were strongly backed by cadet and ensign schools and some military units. Soviet power was established in Moscow on the night of November 3 (16). The triumphal march of the socialist revolution began. Messages poured into Smolny from various cities and towns of Russia where workers had taken power into their own hands.

In keeping with the Decree on Peace, on November 8, the Soviet government appealed to the governments of the belligerent countries to enter into negotiations. The appeal was also addressed directly to the governments of Britain, France and the United States, but no reply followed. The Soviet government's peaceful initiative, however, met with wide sympathy and support on the part of the working people of Europe and America. Meetings and demonstrations were held throughout Britain, France, the United States and Germany.

Taking into account the growing anti-war sentiments at the front and in the rear, Germany expressed its readiness to enter into negotiations. The Council of People's Commissars informed the Entente governments of this, but again there was no reply.

The Soviet government was compelled to hold talks with representatives of the German-Austrian bloc. They began on November 20 in Brest-Litovsk and resulted in a ceasefire agreement to work out the terms of a peace treaty. One of the provisions of the Soviet proposal stipulated a ban on shifting German troops to the Western Front.

The peace terms laid down by Germany were extremely harsh. They stipulated that Russia should pay a heavy indemnity and cede a large territory, including the whole of the Ukraine and a part of Byelorussia and the Baltic region. The Council of People's Commissars again ad-

dressed the Entente countries, this time with a proposal that they take part in the negotiations, and again received no response.

Germany then demanded, in the form of an ultimatum, that the Soviet republic accept the peace terms. After careful consideration the Soviet government decided to agree to Germany's terms. There was no other way out : to go on with the war was impossible since the country's military potential was undermined, its economy dislocated and the people were exhausted. But Leon Trotsky, who headed the Soviet delegation at the negotiations in Brest-Litovsk, did not carry out the Soviet government's instructions. On January 28, 1918, he broke up the negotiations and declared that "Soviet Russia would sign no peace, but would stop the hostilities and proceed to demobilise its army".

On February 18, Germany restarted the hostilities on the entire front. A grave danger hung over the country. The Soviet government called on the people to do their utmost to defend their socialist homeland. Regular Red Army units began to be formed. Together with Red Guard detachments they offered stiff resistance near Pskov, Narva and Revel to the German troops advancing on Petrograd. Workers and peasants fiercely fought the invaders in the Ukraine and Byelorussia. Germany's plan to defeat Soviet Russia quickly was foiled. Since 1919, the day of birth of the Red Army, February 23, has annually been celebrated as Red Army Day.

Despite the opposition by Trotsky and his supporters, the Central Committee of the Communist Party, the Council of People's Commissars and the Central Executive Committee decided to agree to Germany's terms of peace. On March 3, 1918, the Peace Treaty of Brest-Litovsk was signed and on March 16 ratified by the Extraordinary Fourth Congress of Soviets.

Though the terms of the Brest-Litovsk Peace Treaty were incredibly harsh, it gave the country a much needed respite. Taking advantage of it, Soviet Russia set about carrying out socialist transformations. The State Bank, industry and railways were nationalised, and foreign and domestic loans contracted by the tsarist and Provisional governments were annulled. Control over production and distribution of products was introduced, and remuneration of labour was based on the principle "He who does not work, neither shall he eat".

By spring 1918 Soviet power triumphed throughout the country–from the White Sea to the Black Sea and from the western borders to the Pacific Coast. In summer the Fifth Congress of Soviets adopted the country's first Fundamental Law–the constitution of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR), which proclaimed the victory of the Revolution and full equality of nations, and declared land and all basic means of production (factories and plants, banks, railways and water transport) to be public property.

On March 12, 1918, Moscow was made capital of the world's first state of workers and peasants.

* * *

The overthrown classes would not admit defeat. Directly supported by the imperialist states, they unleashed a bloody civil war.

In March 1918, a British naval force disembarked in Murmansk, and Japanese troops and later US marines entered Vladivostok; Central Asia and Transcaucasia were invaded by British troops; and kaiser Germany occupied the Ukraine, Byelorussia, and the Baltic region. The main forces of internal counter-revolution were

Lenin inspecting students of military schools, former workers, in Moscow's Red Square, May 25, 1919

concentrated in the east and had control over Chelyabinsk, Kazan, Penza, Simbirsk (now Ulyanovsk) and Samara (now Kuibyshev). Central Russia with its main industrial regions was cut off from fuel and raw materials bases and food-producing areas.

In spite of all these adversities, in the autumn of 1918 the Red Army mounted an offensive on an extended front in the east and threw the enemy back behind the Urals.

By that time the First World War had come to an end with the capitulation of Germany. German troops were quickly withdrawing from Russia. The Entente countries, however, were trying to lay hands on Russian territory. They helped raise, arm and equip a 400,000 strong army led by counter-revolutionary Admiral Alexander Kolchak, which became their main striking force. By early 1919 this army had captured vast areas in Siberia and the Urals region and in March launched an offensive in a bid to break through to the Volga. But already in April the Red Army launched a vigorous counter-offensive and in the summer routed the Kolchak troops in the area between the Tobol and the Irtysh.

At the same time, troops led by counter-revolutionary General Anton Denikin and supported by the Entente were advancing on Moscow from the south. By mid-October its forward units come very close to the capital of Soviet Russia. Another counter-revolutionary general, Nikolai Yudenich, was leading his troops from the Baltic region towards Petrograd. And again the enemy was stopped, thanks to the tremendous effort made by the Soviet people, and routed by mid-November 1919.

In the spring of 1920 the Entente countries launched a third onslaught on Soviet Russia : Poland's troops were advancing from the west, and the White Guard army led by Baron Peter Wrangel, from the south. Red Army units, war-hardened in previous battles, fought as resolutely as never before. In the summer they defeated the Polish Army led by Marshal Pilsudski, and in late October, commanded by Mikhail Frunze, they took Perekop by storm and freed the Crimea. It was then possible for the Red Army to render effective support to the peoples of Transcaucasia and Central Asia, and in 1922 to liberate the Far East from the Japanese invaders. Though ravaged by the war, the country upheld its independence and was able to turn to peaceful construction.

* * *

Many "sober-minded" economists in Soviet Russia and abroad thought then that it was impossible for the country to attain the prewar level of economic development. Indeed, in 1920, the country's industrial output was only 14 per cent that of the 1913 level, the highest in tsarist Russia. The Donets coal-mining basin lay in ruins, blast-furnanes in the Urals stopped working, the railway rolling stock was totally made up of "defective" cars and locomotives, and hunger and epidemics raged. The situation was extremely critical. Was there any way out? Lenin gave a definite and clear-cut answer to this question. He believed the way

out lay through electrification of the country. On Lenin's initiative and under his direct guidance, the State Plan for the Electrification of Russia (GOELRO) was worked out. The idea of such a plan arose as early as the beginning of 1918, but naturally at that time there were no conditions for developing, let alone implementing the plan. In 1920 the country's economic situation did not much improve. Real courage was needed at that time to put forward the task not only of rehabilitating the war-ravaged economy but of reconstructing it on a new technical basis. It was planned to build within ten years up to 30 electric power stations on big rivers, near brown coal, peat and shale fields, with a total capacity of over 1,500,000 kw. Production of electricity was to increase tenfold as compared with the 1913 figure. Along with the growth of the power-per-worker ratio, it was planned to electrify several railways, restructure industrial enterprises and raise their efficiency, make the Dnieper navigable, and radically change working conditions at factories and plants and at educational and cultural establishments.

That was what the delegates to the 8th RSFSR Congress of Soviets, held in December 1920, learned from the speech delivered by Gleb Krzhizhanovsky, Chairman of the State Commission for the Electrification of Russia, Lenin's comrade-in-arms in revolutionary struggle. Lenin described the Plan for the Electrification as the Party's second (economic) programme. In a speech at a meeting held at the Bolshoi Theatre Lenin spoks words which came to serve as the slogan and which expressed the essence of the vast country's constructive effort : *"Communism is Soviet power plus the electrification of the whole country."*

The GOELRO Plan marked the beginning of the country's economic rehabilitation and reconstruction. Planning became the most essential trend of state activities. The drive to fulfill the GOELRO plan gave rise to unprecedented enthusiasm with which the people launched the building of socialism.

* * *

The Russian Empire was called united and indivisible. But this "unity" was based on coercion, on suppression of the peoples' national features, including language, traditions, customs and culture. This "unity" could by no means promote free development of each of the nations and had to be destroyed. Two weeks after the overthrow of the bourgeois rule, the Soviet government published a Declaration of Rights of the Peoples of Russia, which proclaimed equality and sovereignty of the nations, the right of each nation to self-determination, including secession and formation of an independent state, and abolition of all national and religious privileges and restrictions.

The Soviet government's declarations were backed up by deeds. On December 18 (31) 1917, in response to the Finnish governments's appeal, the Council of People's Commissars, "in full conformity with the principles of the nations' right to self-determination", resolved to recommend that the Central Executive Committee recognize the state sovereignty of the Republic of Finland and on December 22 (January 4, 1918) this decision was ratified.

The enemies of the revolution predicted the collapse of Russia as a united multi-national State. In reality, however, the revolutionary unity of the peoples moulded in their common struggle immediately began to turn into state unity.

By the end of the Civil War there were six Soviet socialist republics on the country's ter-

ritory–the Russian Federation, the Ukraine, Byelorussia, Azerbaijan, Armenia and Georgia. Their military and political alliance was formed and strengthened in the war against the interventionists, which they won together. In February 1922, it was supplemented by a diplomatic alliance : the Russian Federation was authorised to represent the other republics at the Genoa Economic and Financial Conference of All European States and to sign treaties and agreements with any country on their behalf. It was in Genoa in April 1922 that the Soviet delegation, on behalf of all the six republics, proposed that armaments be universally reduced, the principles of peaceful coexistence established, and mutually beneficial cooperation among states with different social systems developed.

The tendencies towards coordinating measures and carrying out joint activities were consolidated in agreements concluded between the republics. They provided for unification of armed forces and some economic and administrative bodies. In the spring of 1922 the Azerbaijan, Armenian and Georgian republics concluded a treaty on the formation of the Transcaucasian Soviet Federative Socialist Republic (TSFSR). Soon proposals were submitted by the newly-established and other Soviet republics on the formation of a single united state. A special commission was set up by the Party's Central Committee in the summer of 1922 to study this question.

In accordance with a draft plan prepared by the commission, the Ukraine, Byelorussia and the Transcaucasian Federation were to enter into the RSFSR as autonomous republics centrally governed by the latter's supreme organs of power. Having studied the draft Lenin, in a letter to the Central Committee, outlined a fundamentally new basis of a union state–voluntary unification of independent republics, including the RSFSR, into a Union of Soviet Socialist Republics, with all the republics enjoying equal rights, and with the Union Central Executive Committee being the supreme body of authority.

"We consider ourselves, the Ukraininan SSR and others equal," Lenin stressed, "and enter with them, on an equal basis, into a new union of the Soviet Republics of Europe and Asia."

Lenin's proposal formed the basis of the draft on the formation of the USSR.

On December 23, 1922, the Tenth All-Russia Congress of Soviets was opened in the building of the Bolshoi Theater in Moscow. A resolution adopted by the delegates said : "We consider it timely to unify the RSFSR, the Ukrainian SSR, the TSFSR and the Byelorussian SSR into the Union of Soviet Socialist Republics."

Altogether 488 delegates from the Ukraine, Byelorussia and Transcaucasia were present at the Congress. Some-what earlier congresses of Soviets of these republics were convened which welcomed the formation of a union state.

On December 30, all of them took part in the work of the First All-Union Congress of Soviets, at which the formation of the USSR was proclaimed, and the Declaration On the Formation of the USSR and the Treaty of Union adopted. These Documents formed the basis of the first Constitution of the USSR adopted by the Second Congress of Soviets of the USSR in January 1924.

The Declaration stated in part : "The will of the peoples of the Soviet republics, who recently assembled at their Congresses of Soviets and unanimously resolved to form a 'Union of Soviet Socialist Republics', is a reliable guarantee that this Union is a voluntary association of peoples enjoying equal rights, that each republic is guaranteed the right of freely seceding

সপ্তম বর্ষ ■ বিশেষ সংখ্যা ■ নভেম্বর ২০১৭ Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
সহযোগিতা রাশি ঃ ২০ টাকা

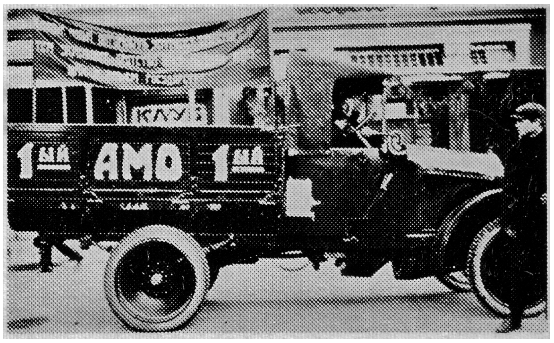

First truck made by the Moscow Motor Works.

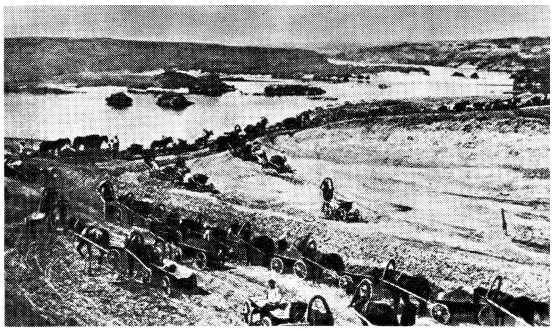

Construction site of the Dnieper Hydropower Station, 1928.

from the Union, that admission to the Union is open to all Socialist Soviet Republics, whether now existing or here-after to arise, that the new union state will prove to be a worthy edifice for the foundation of peaceful coexistence and fraternal cooperation of the peoples that was laid in October 1917."

* * *

On November 20, 1922, Lenin delivered his last public speech at the Bolshoi Theatre in Moscow. In conclusion, he said : "We have brought socialism into everyday life and must here see how matters stand. That is the task of our day, the task of our epoch. Permit me to conclude by expressing confidence that difficult as this task may be, new as it may be compared with our previous task, and numerous as the difficulties may be that it entails, we shall all–not in a day, but in a few years–all of us together fulfil it whatever the cost..."

Thus, Lenin regarded socialism as the practical task of the day, and in a broader sense, as the task of the epoch. In setting about the building of socialism, Russia ushered in a new period in world history, an epoch of the transition from capitalism to socialism.

[**Published by Novosti Press Agency Publishing House, 1982*]

★

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com